পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিমালা,১৯০০

[পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবিধান (Chittagong Hill Tracts Regulation), ১৯০০ এর ১৮ ধারা অনুসারে প্রণীত]

১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সংশোধিত

বেঙ্গল সরকার কর্তৃক ২রা মে, ১৯০০ সালে কলিকাতা গেজেটের ২য় খন্ডে প্রকাশিত

পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিমালা, ১৯০০

সূচী

বিধি

দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থা

১। পরিচালনা পদ্ধতি ---------- ২৩
২। পক্ষদের মৌখিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহন ---------- ২৩
৩। মোকাদ্দমার রেকর্ড-বিবরণী ---------- ২৩
৪। কোর্ট ফি ---------- ২৩
৫। প্রসেস ফি ---------- ২৩
৬। ডিক্রি কার্যকর ও প্রসেস জারী-করণ পদ্ধতি ---------- ২৩
৭। সুদের হারের উপর ডিক্রী ---------- ২৪
৭এ। বকেয়া সুদের উপর ডিক্রী ---------- ২৫
৮। সঠিকভাবে দলিল রেজিষ্ট্রি করা না হইলে মামলা করা যাইবে না ---------- ২৫
৯। রেজিষ্ট্রি-বন্ডের মামলাই গ্রাহ্য হইবে ---------- ২৫
১০। দেওয়ানী মামলার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল ---------- ২৫
১১। আইনজীবী এবং প্রতিনিধিবর্গ ---------- ২৫

দলিল রেজিষ্ট্রেশন

১২। যে সকল দলিল রেজিষ্ট্রি করিতে হইবে ---------- ২৫
১৩। রেজিষ্ট্রি বাধ্যতামূলক নয় এমন দলিলের মূল্য ---------- ২৬
১৪। যে সকল বিষয়ে দলিল সম্পাদন করা যাইবে না ---------- ২৬
১৫। রেজিষ্ট্রেশনের জন্য অবোধগম্য ভাষায় দলিল উপস্থাপনের ফলাফল ---------- ২৬
১৬। দলিলে ঘষা-মাজা, পরিবর্তন ইত্যাদি ---------- ২৬
১৭। অস্থাবর সম্পত্তি রেজিষ্ট্রেশনের উপাদান ---------- ২৬
১৮। দলিল রেজিষ্ট্রির সময়সীমা ---------- ২৬
১৯। উইল বা পোষ্য গ্রহণ সংক্রান্ত দলিল ---------- ২৬
২০। রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তা নিয়োগ ---------- ২৬
২১। রেজিষ্ট্রি সম্পাদনের জন্য দলিল উপস্থাপনের নিয়ম ---------- ২৬
২২। কতিপয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিনিধির মাধ্যমে রেজিষ্ট্রি সম্পাদন ---------- ২৬
২৩। রেজিষ্ট্রি সম্পাদনের পূর্বেই ফিস প্রদান করিতে হইবে ---------- ২৬
২৪। বালাম বহি পরিদর্শন ও নকল প্রদান ---------- ২৭
২৫। পক্ষদের ব্যাপারে রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তার সন্তুষ্টি আবশ্যক ---------- ২৭
২৬। রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তা কর্তৃক রেজিষ্ট্রি দলিলে পৃষ্ঠাংকন করিতে হইবে ---------- ২৭
২৭। রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল বালাম বহিতে উত্তোলন, সত্যায়িতকরণ, না-দাবী দলিল বিনষ্টকরণ ---------- ২৭
২৮। যে সকল রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে ---------- ২৭
২৯। একটি বালাম বহির পৃষ্ঠা শেষ হইয়া গেলে ক্রম-সূচী প্রদান ---------- ২৭
৩০। আয়-ব্যয়ের হিসাব রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তা কর্তৃক সংরক্ষণ করা হইবে ---------- ২৮
৩১। লীজ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সংজ্ঞা ---------- ২৮
৩২। কমিশনার কর্তৃক বালাম বহি পরিদর্শন ---------- ২৮

৩৩। সময়-সীমা অতিক্রান্তে রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদন, রেজিষ্ট্রি সম্পাদনের দাবী অগ্রাহ্য ও জেলা প্রশাসকের নিকট আপীল ---------- ২৮

ভূমিঃ সরকারী ভূমি বন্দোবস্ত, হস্তান্তর, বিভক্তিকরণ এবং সাব-লেটিং

৩৪। সরকারী ভূমি বন্দোবস্ত, হস্তান্তর, বিভক্তিকরণ এবং সাব-লেটিং ---------- ২৮
(১) লীজ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে বিবেচ্য হোল্ডিং এর সর্বোচ্চ পরিমাণ ---------- ২৮
(২) প্রাদেশিক সরকার উপ-বিধি (১) এর আওতা হইতে যে কোন এলাকাকে অব্যাহতি দিতে পারিবে---------- ৩২
(৩) ১৯২০ সালের ৩ রা ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদ্যমান ও জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্বীকৃত উপ রায়তকে উচ্ছেদ করা সম্পর্কিত বিধান ---------- ৩২
(৪) কোন লীজিকে তাঁহার ভূমি সাব-লীজের অনুমতি দেওয়া যাইবে না---------- ৩২
(৫) বিক্রয়, দান বা খাইখালাসী বন্ধকের মাধ্যমে হস্তান্তর ---------- ৩২
(৬) অস্বীকৃত হস্তান্তর পুনঃগ্রহণ---------- ৩৩
(৭) হোল্ডিং বিভাজন ---------- ৩৩
(৮) উপ-রায়ত উচ্ছেদ---------- ৩৩
(৯) জেলা প্রশাসক কর্তৃক সাব-লীজের শর্ত ও খাজনা নির্ধারণ ---------- ৩৪
(১০) কতিপয় শর্তসাপেক্ষে উপ-রায়তের স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক অধিকার ---------- ৩৪
(১১) সরাসরি সরকারের অধীনস্ত রায়তের স্থায়ী ও বংশানুক্রমিক অধিকার ---------- ৩৪
(১২) জেলা প্রশাসক কর্তৃক উচ্ছেদ ও পুনঃগ্রহন সংক্রান্ত ক্ষমতার প্রয়োগ ---------- ৩৪
(১৩) জেলা প্রশাসকের সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য এলাকার ভূমিতে অনিবাসীদের উত্তরাধিকার অর্জনে বাঁধা ---------- ৩৪
(১৪) বিদ্যমান রায়তের উপর (৫),(৬),(৭),(১১) ও (১৩) উপ-বিধির প্রয়োগ ---------- ৩৫
(১৫) জেলা প্রশাসকের ক্ষমতা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োগ করা যাইতে পারে---------- ৩৫
(১৬) লিখিত কর্তৃত্ব সাপেক্ষে মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক জেলা প্রশাসকের ক্ষমতা প্রয়োগ ---------- ৩৫
৩৪.এ। প্রাকৃতিক জল-প্রবাহ---------- ৩৫
৩৪.বি। নদীর তীরে জুম বা চাষাবাদ নিষিদ্ধ করা ও উহার কারণ ---------- ৩৫
৩৪.সি। যে কোন শ্রেনীর ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য রাজস্ব-বোর্ড জেলা প্রশাসককে কর্তৃত্ব প্রদান করিতে পারিবে৩৫
৩৫। সার্কেল ডিভিশন---------- ৩৫
৩৬। তালুক ডিভিশন---------- ৩৫
৩৭। মৌজা---------- ৩৫
৩৮। সার্কেল এবং মৌজা প্রশাসন ---------- ৩৫
৩৮এ। পার্বত্য চট্টগ্রামের মহকুমা ---------- ৩৬
৩৮বি। পুলিশ প্রশাসন (বাতিল)---------- ৩৬
৩৯। জেলা প্রশাসক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সার্কেল প্রধানদের সহিত আলোচনা করিবেন ---------- ৩৬
৪০। সার্কেল প্রধান ও হেডম্যানগণের প্রশাসনিক ক্ষমতা ---------- ৩৬
৪০এ। ধর্তব্য অপরাধ---------- ৩৭
৪১। জুম-চাষ নিয়ন্ত্রণ---------- ৩৮
৪১.এ। হেডম্যান মৌজার সম্পদ রক্ষার জন্য দায়ী থাকিবেন ---------- ৩৮
৪২। জুম ট্যাক্স---------- ৩৮
(১) জুম পরিবার কর্তৃক হেডম্যানকে পরিশোধিত খাজনা ---------- ৩৮
(২) স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে জুম-ট্যাক্স রেয়াত প্রাপ্ত জুম পরিবারের তালিকা---------- ৩৮
(৩) পারকুলিয়া---------- ৩৮

(৪) হেডম্যান কর্তৃক জুম তৌজি প্রস্তুত ---------- ৩৮
(৫) জেলা প্রশাসক এবং সার্কেল প্রধানের নিকট জুম তৌজি পেশ ---------- ৩৮
(৬) হেডম্যান কর্তৃক সার্কেল প্রধানকে খাজনা প্রদান, বকেয়া এবং আদায় ---------- ৩৮
(৭) বকেয়া জুম ট্যাক্স আদায় ও আদায়কৃত ট্যাক্সের ব্যবস্থা ---------- ৩৯
(৮) বিশেষ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসককে সরাসরি জুম ট্যাক্স প্রদানের নির্দেশ ---------- ৩৯
(৯) সার্কেল প্রধান কর্তৃক সরকারী দাবী পরিশোধ---------- ৩৯
(১০) জুম ট্যাক্স পরিশোধ না করিয়া অভিবাসনের চেষ্টা এবং ইহার ফলাফল ---------- ৩৯
(১১) সার্কেল প্রধান এবং হেডম্যান কোন নজরানা নিতে পারিবেন না ---------- ৩৯
(১২) জুম ট্যাক্স মওকুফ বা হ্রাস---------- ৩৯
৪২.এ। বাধ্যতামূলক শ্রম সম্পর্কিত নীতিসমূহ ---------- ৪০
৪৩। খাজনা আদায়---------- ৪১
(১) হেডম্যান কর্তৃক খাজনা আদায় এবং উহা জেলা প্রশাসক বা মহকুমা প্রশাসককে প্রদান---------- ৪১
(২) গ্রোভ-ভূমির ক্ষেত্রে সার্কেল প্রধান এবং হেডম্যান সমানুপাতে খাজনা প্রাপ্য হইবেন ---------- ৪১
(৩) খাজনা মওকুফ---------- ৪১
৪৩.এ। বাতিল---------- ৪১
৪৪। বাতিল ---------- ৪১
৪৫। ঘাস এবং গর্জন-খোলার খাজনা ---------- ৪১
৪৫.এ। পাহাড়ীদের জন্য গৃহে ব্যবহারের কাজে শন ঘাস আহরণ রয়্যালটি মুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে---------- ৪২
৪৫.বি। চারণ-ট্যাক্স আদায়---------- ৪২
৪৬। হেডম্যানদের পারিশ্রমিক---------- ৪৩
৪৭। সার্কেল প্রধানের খাস মৌজা ---------- ৪৩
৪৮। সার্কেল প্রধান অভিষিক্ত-করণ এবং হেডম্যান পদে নিয়োগ ও বরখাস্ত-করণ---------- ৪৩
৪৯। অভিবাসন, অভিবাসন নীতি ভঙ্গকারী এবং ফেরারী---------- ৪৩
৪৯.এ। বাতিল ---------- ৪৩
৫০। বাস্তুভিটার জন্য পৌর এলাকার বহির্ভূত জমি অর্জন ও জমি পুনঃগ্রহণ ---------- ৪৪
৫১। অবাঞ্ছিত বিতাড়ন---------- ৪৪
৫১.এ। জরুরী ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের আদেশ জারীর ক্ষমতা ---------- ৪৪
৫২। বাতিল---------- ৪৪
৫৩। কারাগার---------- ৪৫
৫৩.এ। শুটি বসন্ত প্রতিরোধ ---------- ৪৫
৫৪। আফিম ভোক্তা নিবন্ধীকরণ---------- ৪৫

পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিমালা [১]

দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থাঃ

১। দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থা এমন সহজ উপায়ে ও দ্রুততার সাথে পরিচালনা করিতে হইবে যাহাতে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা মোকাদ্দমার নিষ্পত্তি সুসংগত প্রক্রিয়ায় ন্যায়সংগত মর্যাদায় সম্পাদিত হয়।

২। ন্যায় বিচার নিশ্চিত করিবার স্বার্থে মামলা দায়েরের পর দাপ্তরিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করিবার প্রাথমিক পর্যায়ে পক্ষদ্বয়কে মৌখিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়া দায়েরকৃত মোকাদ্দমার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহনের প্রচেষ্টা গ্রহন করিতে হইবে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতীত দায়েরকৃত মামলার বিচার্য বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সক্ষম না হন, কেবল তখন তিনি সাক্ষীদের আহবান করিবেন।

৩। মোকাদ্দমার রেকর্ডে নিম্নবর্ণিত বিবরনাদি অর্ন্তভূক্ত থাকিবে। যথাঃ-

বাদীর নাম ;
ফরিয়াদীর নাম ;
দাবীর প্রকৃতি ও মামলা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় ;
বাদী পক্ষের দাবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;
বিবাদী পক্ষের দাবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;
সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সারসংক্ষেপ (যখন সাক্ষীদের পরীক্ষা করা হয়) ;
সিদ্ধান্ত গ্রহনের কারণ ;
প্রদত্ত আদেশ ;
স্বাক্ষর ; এবং
তারিখ।

৪। আপীল আবেদনের ক্ষেত্রে চাকমা, মগ অথবা পার্বত্য এলাকার স্থানীয় উপজাতীয় সদস্যদের কোর্ট ফি প্রদান করিতে হইবে না। ইহা ছাড়া আলোচ্য এলাকার রাজস্ব মামলা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় তথা- বন্দোবস্ত, জমি পরিত্যাগ অথবা খাজনা মওকুফের দরখাস্ত, নামজারী ও জমাখারিজ, সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং ভূমি সাব-লেট ইত্যাদি সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে উপস্থাপিত আবেদন পত্রেও পাহাড়ীদের কোন কোর্ট ফি প্রদান করিতে হইবে না।[২]

তবে বিবিধ মামলার ক্ষেত্রে সময়ের প্রার্থনাসহ অন্যান্য আবেদনপত্র উপস্থাপনের সময় পাহাড়ী কিংবা অ-পাহাড়ী উভয় জনগোষ্ঠির সদস্যকে শুধুমাত্র ২ (দুই) আনা মূল্যের কোর্ট ফি প্রদান করিতে হইবে।

৫। প্রসেস জারী বা কার্যকরী করিবার জন্য যাহার নিকট প্রেরণ করা হয়, তাঁহাকে প্রসেস জারীর খরচ হিসাবে প্রতি দিনের জন্য ছয় আনা হারে, মোট ব্যয়িত দিনের প্রসেস ফি প্রদান করিতে হইবে। প্রসেস ইস্যুকারী কর্মকর্তাকে প্রসেস কার্যকরী কর্মকর্তার নাম ও পরিশোধ্য ফিস এর পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক প্রসেসের উপর পৃষ্ঠাঙ্কন করিয়া দিতে হইবে।[৩]

৬। প্রসেস জারী বা কার্যকরীকরণ, কমিশন বা ডিক্রী তামিলকরণ প্রভৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যথাসম্ভব ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি [(১৯০৮ সালের ৫ নং আইন) ,বলবৎ হইবার পর হইতে] অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

---

[১] Made under section 18 of the CHTs Regulation I jof 1900 by the Govt. of Bengal and published with notification No. 123 P-D dt. the 1st May, 1900 at page 429 Part I of the Calcutta Gazette dt. the 2nd May, 1900.

[২] As amended by notification No.1060- E.A dt. the 15th Jan 1933, published at page 121, Part I of the Calcutta Gazette, dated the 20th Jan, 1933.

[৩] As amended by the notification No. 688 T-R dated the 20th Octo., 1925 published at page 1702, Part I of the Calcutta Gazette, dt. the 29th October, 1925.

অন্য কোন জেলার আদালত হইতে তামিলের জন্য প্রাপ্ত প্রসেস বা ডিক্রীর উপর কার্যব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতিসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।*

(১) জেলা প্রশাসকের নিকট পার্বত্য এলাকার বাহিরের কোন দেওয়ানী আদালত হইতে তামিলের জন্য প্রেরিত প্রসেস বা ডিক্রী জেলা প্রশাসক কার্যকর করিবেন। অনুরূপভাবে প্রেরিত প্রসেস বা ডিক্রীর সাথে নিম্নবর্ণিত বিবরণ সংযুক্ত করিতে হইবে।

(এ) ইংরেজী ভাষায় লিখিত পত্রের মাধ্যমে প্রসেস প্রক্রিয়ার বিবরণ, মামলার প্রকৃতি, অগ্রায়ন-পত্র ও রায়ের ক্ষেত্রে রায়ের একটি অনুলিপি ; এবং

(বি) হাইকোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত ফিস।

(২) নৌকা ভাড়া, রেশন পরিবহন কিংবা অনুরূপ কোন কারণে প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় খরচ, প্রসেস জারী কিংবা ডিক্রী কার্যকর করিবার নিমিত্তে প্রদত্ত খরচ অপেক্ষা অধিক মর্মে প্রতীয়মান হইলে জেলা প্রশাসক প্রসেস জারী বা ডিক্রী কার্যকরীকরণ প্রক্রিয়া স্থগিত করিবেন এবং খরচের বিবরণাদি সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী আদালতে প্রেরণ পূর্বক প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইবেন।

(৩) যদি জেলা প্রশাসক এইরূপ মনে করেন যে, তাঁহার নিকট প্রেরিত প্রসেস জারী কিংবা প্রেরিত ডিক্রী কার্যকর করা কোন কারণে উচিত হইবে না। তাহা হইলে তিনি অনুরূপ মনে করিবার কারণ উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত বিবরণ অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন এবং চূড়ান্ত আদেশ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রসেস বা ডিক্রী ও ফিস নিজ হেফাজতে সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) ঋণ গ্রহনের সময় পার্বত্য এলাকার বাহিরে বসবাস করিত না বা পার্বত্য এলাকার বাহিরে কোন ব্যবসায় রত ছিলেন না, এমন কোন স্থানীয় উপজাতীয় সদস্য ডিক্রী দেনাদার হইলে, অনুরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর করিবার জন্য প্রেরিত লাভ বা মুনাফা সংক্রান্ত কোন রায়, যাহা আলোচ্য বিধিমতে পাবর্ত্য এলাকায় কার্যকর করা বিধেয় নয় ; তাহা হইলে জেলা প্রশাসক লিখিত কারণ বিধৃত করিয়া, আলোচ্য বিধি মোতাবেক যেই সকল ডিক্রী কার্যকর করা বিধেয় নয়, সেই সকল ডিক্রী কার্যকরীকরণ প্রত্যাখান করিতে পারিবেন। শুধুমাত্র ডিক্রীধারী ব্যক্তিই আলোচ্য বিধিমতে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ, জারীর ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিধিমালার ১৭ (২) ধারা অনুসারে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট এবং ১৭(৩) ধারা অনুসারের সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(৫) সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী আদালত বিধি (২) এবং বিধি (৩) এ বিধৃত যেই কোন ক্ষেত্রে, জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ সরাসরি কমিশনারের নিকট রেফার করিতে পারিবেন। কমিশনার, এইরূপভাবে পাঠানো বিষয়ের উপর আদেশ জারী করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী আদালতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন। যদি কোন দেওয়ানী আদালত কমিশনারের আদেশ হইতে রেফারেন্স তৈরী করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহা হইলে এইরূপ রেফারেন্স সরকারের আদেশের জন্য জেলা জজ বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) ডিক্রি-দেনাদার বা প্রসেস-প্রাপকের পদমর্যাদা অনুসারে জেলা প্রশাসক, এই বিধি অনুসারে নাজির (সংশ্লিষ্ট মহকুমা প্রশাসকের মাধ্যমে), সার্কেল প্রধান, নিবন্ধিকৃত হেডম্যান কর্তৃক পরোয়ানা বা প্রসেস জারী এবং ডিক্রী কার্যকর করিবেন। প্রসেস জারী বা ডিক্রী কার্যকর করিবার জন্য নির্ধারিত প্রতিনিধির সীলমোহরসহ স্বাক্ষরিত আদেশ ব্যতিরেকে পুলিশকে প্রসেস জারী বা ডিক্রি কার্যকর করিবার কাজে নিয়োগ করা যাইবে না।

৭। জেলা প্রশাসক পরোয়ানা জারী এবং ডিক্রী কার্যকরীকরণ উভয় বিষয়ের উপর একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী আদালতে প্রেরণ করিবেন এবং মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ দেওয়ানী আদালতের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখিবেন।

৭ (i) আদালত কর্তৃক ডিক্রীকৃত বার্ষিক সুদের হার জামানত বিহীন ঋণ তথা অ-নিরাপদ ঋণের ক্ষেত্রে কোনক্রমেই ১০% এর এবং নিরাপদ ঋণের ক্ষেত্রে ৮% এর অধিক হইতে পারিবে না। যে কোন হিসাবের অর্ন্তবর্তীকালীন সমন্বয় সাধন হইতে উৎপন্ন চক্রবৃদ্ধি সুদের উপর ডিক্রী দিতে হইবে।

৭ (ii) আদালত কর্তৃক ডিক্রীকৃত বার্ষিক সুদের হার কোনক্রমেই ১৮.৭৫% এর অধিক হইবে না। মধ্যবর্তী হিসাবের সমন্বয় সাধন হইতে উৎপন্ন চক্রবৃদ্ধি সুদের ডিক্রী দেওয়া যাইবে না।*

---

* As amended by the Notification No. 13066 Pdt. the 3rd Dec., 1920, published at page 2312 Part I of th Calcutta Gazette, dated the 8th Dec., 1920 & 7505 E.A. dt. the 10th June, 1931 & 5176 E.A dt. the 2nd May 1939, published at page 1156, Part I of the Calcutta Gazette, dated the 11th May, 1939.

৭.এ। বকেয়া সুদের পরিমান মূল ঋণের চেয়ে বেশী হইয়া গেলে আদালত উক্ত বকেয়া সুদ আদায়ের জন্য ডিক্রী দিবে না।

৮। দলিল পত্রাদি অবশ্যই রেজিষ্ট্রেশন-বিধি অনুসারে রেজিষ্ট্রি করিতে হইবে। সঠিকভাবে রেজিষ্ট্রি করা না হইলে অনুরূপ দলিল সম্পর্কিত বিষয়ে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

৯। যেই সকল লেনদেনের দলিল সমূহ, রেজিষ্ট্রি করা বাধ্যতামূলক, সেই সকল দলিলের ক্ষেত্রে একমাত্র রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের উপরেই মামলা গৃহীত হইবে। ইহা ছাড়া অন্য কোন দাবী উঠিলে উহা, যেই লেনদেনের প্রেক্ষিতে দাবী উত্থাপিত হইবে তদবিষয়ে রেজিষ্ট্রি সম্পাদন করিয়া পূর্নাঙ্গ করিতে হইবে।

১০। দেওয়ানী মামলায় প্রদত্ত আদেশসমূহ কমিশনারের নিকট আপীল যোগ্য। এইরূপ আপীলের খরচ কাহার কর্তৃক পরিশোধিত হইবে কমিশনার উহা নির্ধারন করিয়া দিবেন।[৪]

১০এ। পার্বত্য এলাকায় ধারে ক্রয়-বিক্রয় জনিত কারণে সর্বমোট দাবীর পরিমাণ বিশ টাকা অতিক্রম করিলে তদবিষয়ে কোন মামলা গ্রাহ্য হইবে না।[৫]

১১। আইনজীবী(Legal Practitioner) এবং প্রতিনিধি(Agents)ঃ কোন আইনজীবীকে কোন মোকাদ্দমায় আদালতে উপস্থিত হইবার অনুমতি দেওয়া হইবে না। তবে যখন, মামলায় সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু ২০০০ টাকা বা ততোধিক মূল্যমানের হয় তখন কমিশনারের সম্মতিক্রমে একজন উকিল দায়রা মামলা এবং আপীল ও রিভিশন মামলায় কমিশনারের নিকট উপস্থিত হইতে পারিবেন। সকল মামলার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মুখ্য ব্যক্তিগণ যথাসম্ভব নিজেরাই নিজেদের মামলা পরিচালনা করিবেন। [৬]অপারগতা কিংবা অন্যবিধ অসুবিধার কারণে পক্ষগণ বা কোন পক্ষ, উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে তাঁহাদের পক্ষে নিয়োজিত প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। তবে কোন অবস্থাতেই উক্ত প্রতিনিধি আইনজীবী হিসাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

১২। দলিল রেজিষ্ট্রেশন

নিম্নলিখিত দলিলগুলি রেজিষ্ট্রেশন করিতে হইবে। তবে সংশ্লিষ্ট দলিলে বর্ণনাকৃত সম্পত্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত হইতে হইবে এবং যেই কাজ বা আইনের বর্ণনা করা হইবে, উহা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সম্পন্ন হইতে হইবে।[৭]

(এ) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের দলিল ,দানপত্র, বাটোয়ারা দলিল, বন্ধকী দলিল ;

(বি) সরকারের অনুকুলে প্রজা কর্তৃক কবুলিয়ত সম্পাদন ছাড়া এক বছরের বেশী সময়ের জন্য স্থাবর সম্পত্তি ইজারা প্রদানের দলিল [৮]

(সি) বন্ড বা মুচলেকা, প্রমিসরি নোট বা অঙ্গীকার পত্র, টাকা পরিশোধের চুক্তি ;

(ডি) উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ বা যে কোন প্রকারের দ্রব্য সরবরাহের চুক্তি বা সম্পাদিতব্য কাজের চুক্তি ;

(ই) পোষ্য (দত্তক) গ্রহনের ক্ষমতাপত্র ;

(এফ) বন্ধকী দলিল অবমুক্তকরণ সার্টিফিকেট ;

(জি) কোন ভূ-সম্পত্তি বা সম্পদের ম্যানেজার নিয়োগের দলিল ;

---

[৪] As amended by Notificaton No.13066 P dated the 3rd December, 1920, published at page 2312, Part I of the Calcutta Gazette dated the 8th December, 1920.

[৫] As amended by Notification No. 18739 E.A dated the 10th December,1935, published at page 2562, Part I of the Calcutta Gazette, dated the 19th December, 1935.

[৬] As inserted by Notification No. 11059E.A dated the 31st July, 1936.

[৭] As amended by Notification No. 1445 E.A dated the 29th Jan., 1930 published at page 144 Part I of the Calcutta Gazette, dt. the 6th Feb., 1930.

[৮] As amended by Notification No. 14161 E.A dated the 10th Sept., 1927 published at page 1892 Part I of the Calcutta Gazette, dt. the 15th September., 1927.

[৯] As amended by Notification No. 248 S dated the 4th Dec., 1941 published at page 2810 Part I of the Calcutta Gazette, dt. the 11th Feb., 1941.

১৩। যে সমস্ত দলিল রেজিষ্ট্রি করা বাধ্যতামূলক নয়, সেই সমস্ত দলিল উপরের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। অনুরূপ দলিলগুলি রেজিষ্ট্রি না হইবার কারণে আদালত কর্তৃক অগ্রাহ্য হইবে না।

১৪। বে-আইনী, অ-নৈতিক, সরকারী নীতি-বিরোধী বা নিতান্তই অসম্ভব কোন কিছু করিবার নিমিত্তে সম্পাদিত কোন চুক্তির রেজিষ্ট্রি সম্পাদন করা যাইবে না।

১৫। যদি কোন দলিল যথাযথ ভাবে রেজিষ্ট্রি করিবার জন্য এমন কোন ভাষায় উপস্থাপন করা হয় যে,উহা রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তা বুঝিতে অক্ষম এবং দলিলে উপস্থাপিত ভাষা জেলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, তাহা হইলে তিনি (রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তা) অনুরূপ ভাষায় উপস্থাপিত দলিল রেজিষ্ট্রি করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন। তবে সাধারনতঃ জেলায় প্রচলিত ভাষা অনুযায়ী দলিলের যথার্থ অনুবাদ এবং উহার সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করা হইলে রেজিষ্ট্রি সম্পাদন করা যাইতে পারে।

১৬। কোন দলিলে ঘষামাজা, কালির দাগ, লেখার ফাঁকে পুনঃ লিখন, শূন্য-স্থান, পরিবর্তন ইত্যাদি পরিলক্ষিত হইলে এবং উহা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষর দ্বারা সত্যায়িত করা না থাকিলে, সেই দলিলের রেজিষ্ট্রি সম্পাদন করিবার বা না করিবার বিষয়টি রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তার ইচ্ছাধীন বলিয়া গণ্য হইবে। রেজিষ্ট্রি সম্পাদনের সময় দলিলে পরিদৃষ্ট উপরোক্ত ত্রুটিসমূহ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তার দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

১৭। স্থাবর সম্পত্তি সনাক্ত করিবার বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণ বিদ্যমান না থাকিলে স্থাবর সম্পত্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন উপাদান রেজিষ্ট্রেশনের জন্য গ্রহনযোগ্য হইবে না।

১৮। পোষ্য গ্রহণ করিবার কর্তৃত্ব কিংবা উইল ব্যতীত অন্যান্য দলিল, উপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট উক্ত দলিল সম্পাদনের তিন মাসের মধ্যে যদি উপস্থাপন করা না হয় তাহা হইলে ঐ দলিল রেজিষ্ট্রেশনের জন্য গৃহীত হইবে না ; তবে যেই ক্ষেত্রে বর্ণিত দলিল সম্পাদিত হইবার তিন মাসের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন করা হয়নি; কিন্তু চারমাসের মধ্যে রেজিষ্ট্রি করিবার জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছে সেই দলিল রেজিষ্ট্রেশন করিবার ক্ষেত্রে প্রচলিত রেজিষ্ট্রেশন ফিস এর চার গুণ ফিস প্রদান করিলে রেজিষ্ট্রি সম্পাদন করা যাইতে পারে।

১৯। উইল বা পোষ্য গ্রহণের কর্তৃত্ব বিষয়ক দলিল যেই কোন সময় রেজিষ্ট্রি করা যাইবে।

২০। জেলা প্রশাসক বা মহকুমা প্রশাসক বা যাহাকে স্থানীয় সরকার এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিবেন, সেইরূপ যেই কোন কর্মকর্তা রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।"

২১। রেজিষ্ট্রি সম্পাদন বাধ্যতামূলক, এইরূপ প্রত্যেকটি দলিল, দাবীদার বা সম্পাদনকারী কর্তৃক উপস্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু যেই পর্যন্ত না, সম্পাদনকারী ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিনিধি বা স্বত্বনিয়োগী বা এজেন্ট (যেখানে এজেন্ট বিধি ২২ অনুসারে স্বীকৃত) রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং সম্পাদন স্বীকার করেন, ততক্ষন পর্যন্ত কোন দলিল রেজিষ্ট্রি করা হইবে না। রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তার আহবান প্রত্যাখ্যান করিয়া কোন ব্যক্তি তাঁহার কাছে হাজির হইতে অস্বীকার করিলে ,শপথ নিতে বা প্রশ্নের উত্তর দিতে বা জবানবন্দিতে স্বাক্ষর দিতে অসম্মত হইলে কিংবা ভুল তথ্য প্রদান করিলে উহা ইন্ডিয়ান দন্ডবিধি (১৮৬০ সালের XLV নং আইন) অনুযায়ী শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

২২। (১) পাহাড়ী প্রধান ও উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা (২) ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক এবং (৩) পর্দানসীন মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রতিনিধির মাধ্যমে রেজিষ্ট্রি সম্পাদন সাধারণ নীতি অনুযায়ী অনুমোদিত। তবে কেবলমাত্র সামাজিক ভাবে সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি এবং উপস্থাপিত বিষয় ও ঘটনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিতদের প্রতিনিধি হিসাবে দলিল রেজিষ্ট্রি সম্পাদন কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

২৩। দলিল রেজিষ্ট্রি সম্পাদনের পূর্বে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এবং তদপাশে বর্ণিত হারে অবশ্যই রেজিষ্ট্রেশন ফি প্রদান করিতে হইবে।

" চাষী রায়তের নিকট লীজের জন্য ৮ আনা।

" As amended by Notification No. 13066 P., dated the 3rd December, 1920, published at page 2312, Part I of the Calcutta Gazette, dated the 8th December, 1920.

বিধি ১২(এ) অনুসারে যে কোন দলিলের জন্য	৮ আনা।
বিধি ১২(সি) অনুসারে যে কোন দলিলের জন্য (যখন দায়দায়িত্ব ৫০ টাকার অধিক নয়)	৮ আনা।
একই ভাবে যখন দায়দায়িত্ব ৫০ টাকার বেশী কিন্তু ৩০০ টাকার উর্ধ্বে নয় তখন রেজিষ্ট্রি ফি	১২ আনা।
একই ভাবে দায়-দায়িত্ব ৩০০ টাকার উর্ধ্বে কিংবা বা অনির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের জন্য	১ টাকা।
বিধি ১২(ডি) অনুসারে চুক্তির জন্য	৮ আনা।
বিধি ১২(ই) অধীনে সম্পাদিত চুক্তির জন্য	৮ আনা।
বিধি ১২(এফ) এর অধীনে সম্পাদিত চুক্তির জন্য	৮ আনা।
বিধি ১২(জি) এর অধীনে সম্পাদিত চুক্তির জন্য	৮ আনা।
আলোচ্য আইনের বিধি ১৩ এ বর্ণিত রেজিষ্ট্রিসহ যে কোন চুক্তির জন্য	৮ আনা।

২৪। রেজিষ্ট্রি অফিসে রক্ষিত, যে রেজিষ্টারে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলসমূহ কপি করা হয় সেই রেজিষ্টারটি ব্যক্তি বিশেষকে পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। যেই ক্ষেত্রে অন্যান্য দলিলের নকল লইবার জন্য অন্য কোন মূল্য পরিশোধের প্রয়োজন নাই সেই সব ক্ষেত্রে দলিল প্রতি ছয় আনা অগ্রিম প্রদান করিয়া দলিলের নকল গ্রহন করা যাইবে।

২৫। কোন দলিল রেজিষ্ট্রি করিবার পূর্বে রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তাকে এই মর্মে সন্তুষ্ট হইতে হইবে যে, রেজিষ্ট্রি সম্পাদনের জন্য তাঁহার সম্মুখে যাহারা উপস্থিত হইয়াছেন তাহারা প্রকৃত পক্ষে রেজিষ্ট্রি সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ্যে অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং চুক্তির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যে সম্পর্কে পরিপূর্ন ভাবে জ্ঞাত আছেন।

২৬। তিনি তখন নিম্নবর্ণিত ফরমে চুক্তিটি রেকর্ডভুক্ত করিয়া পৃষ্ঠাঙ্কন করিবেনঃ-

.....টার সময়.....

তারিখে..... পুত্র.....স্থানের অধিবাসী আমার পরিচিত এবং.....স্থানের অধিবাসী.....পুত্র ..... কর্তৃক সঠিক ভাবে সনাক্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা আমার সামনে উপস্থিত হইয়া সম্পাদিত দলিল সংশ্লিষ্ট প্রাপ্যতা স্বীকার করিয়াছেন এবং দলিলের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পূর্নভাবে অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন মর্মে আমাকে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

২৭। অতঃপর কালবিলম্ব না করিয়া দলিলটি পৃষ্ঠাঙ্কনসহ অনুরূপ দলিল লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নির্ধারিত ও ইতিপূর্বে পৃষ্ঠাচিহ্নিত পুস্তকে (বালাম বহি) উত্তোলন করিতে হইবে। রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তা উহাতে স্বাক্ষর করিবেন। অনুলিপি রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে এবং চুক্তির মূল কপি প্রাপ্তি-স্বীকার পত্র নিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।[১৩]

২৮। রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তা বেঙ্গল রেজিষ্ট্রেশন ম্যানুয়াল অনুসারে নির্ধারিত ফরমে বিন্যস্ত নিম্নবর্ণিত রেজিষ্টারসমূহ সংরক্ষণ করিবেন[১৪]ঃ-

(১) রশিদ বহি, (২) টিপ-সহি রেজিষ্টার, (৩) ফি রেজিষ্টার, (৪) ক্যাশ বহি, (৫) রেজিষ্ট্রি বহি, রেজিষ্ট্রি সম্পাদন প্রত্যাখান করিবার কারণ, ফিস-রেজিষ্টার তথা আদায় রেজিষ্টারে উল্লেখ করিতে হইবে।

২৯। একটি বালাম বহি শেষ হইয়া যাইবার পর চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষদের বর্ণনাক্রমিক সূচী প্রস্তুত করিয়া রেজিষ্টারে সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

---

[১২] As amended by Notification No. 12822 L.R dated the 17th Dec. 1925, published at page 1019, Part I of the Calcutta Gazette, dated the 24th Dec 1925, and No. 1899 E.A dated the 9th Feb. 1928, published at page 333, Part I of the Calcutta Gazette, dated the 16th Feb. 1928.

[১৩] As inserted by Notification No.1597 T-R dt. the 24th October, 1936, published at pages 2605, 2606, Part I of the Calcutta Gazette, dated the 12th November 1936.

[১৪] As amended by Notification No.1943 E.A dt.the 27th July 1931, published at page 937, Part I of the Calcutta Gazette, dated the 6th August 1931.

৩০। রেজিস্ট্রেশনের সাথে সম্পর্কিত সমুদয় বাস্তব এবং প্রয়োজনীয় খরচ আদায়কৃত ফিস হইতে নির্বাহ করা হইবে। এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজন হয় না,এমন উদ্বৃত্ত সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হইবে। রেজিস্ট্রেশন অফিসার নিয়মিতভাবে একটি আয়-ব্যয় হিসাব রেজিষ্টার সংরক্ষন করিবেন। ইহা অনুমোদন ও প্রতিস্বাক্ষরের জন্য পাক্ষিক হিসাবে কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

৩১। এই বিধি বা দলিলে উল্লেখিত লীজ, স্থাবর সম্পত্তি, অস্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদির সংজ্ঞা ইন্ডিয়ান রেজিস্ট্রেশন এক্ট,১৮৭৭ (১৮৭৭ সালের ৩ নং আইন) এ বর্ণিত সংজ্ঞার অনুরূপ হইবে।

৩২। রেজিষ্ট্রি বহি কমিশনার তাঁহার সুবিধাজনক সময়ে পরিদর্শন এবং প্রতিস্বাক্ষর করিবেন।

৩৩। যেই ক্ষেত্রে দলিল-সংশ্লিষ্ট পক্ষের দাবীর প্রেক্ষিত-কারণে রেজিষ্ট্রি সম্পাদন প্রত্যাখ্যান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে প্রত্যাখান আদেশের তিনমাসের মধ্যে দলিল রেজিষ্ট্রি করিবার অধিকার পাওয়ার নিমিত্তে জেলা প্রশাসকের নিকট মামলা দায়ের করা যাইবে। এই ধরনের মোকাদ্দমায় রেজিষ্ট্রেশন অফিসারকে কোন পক্ষ করা হইবে না এবং যথাযথ ভাবে সত্যায়িত প্রত্যাখ্যান আদেশের কপি দৃষ্টতঃ (প্রাইমা ফিসি) প্রমান হিসাবে রেজিষ্ট্রি প্রত্যাখানের কারণের বর্ণনাস্বরূপ সংযুক্ত করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে। এই বিধিতে অন্য কিছু বর্ণিত না থাকিলেও তর্কিত দলিলকে আলোচ্য মামলার গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা হইবে।

৩৪। ভূমিঃ সরকারী ভূমি বন্দোবস্ত, হস্তান্তর, বিভক্তি এবং সাব-লেটঃ

(১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত কোন সরকারী খাস ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে না।

(এ) (i) নিবাসী পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ী পরিবারকে চাষাবাদের জন্য কর্ষন-যোগ্য বা কর্ষিত সমতল ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে,বন্দোবস্ত গ্রহীতার ভূমির পরিমাণ পূর্বের অধিকারাধীন ভূমি এবং বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিসহ সর্বমোট ৫ একরের অধিক হইতে পারিবে না। চাষাবাদের জন্য বন্দোবস্তের মাধ্যমে প্রদত্ত সমতল ভূমির অতিরিক্ত হিসাবে ৫ একর গ্রোভ-ভূমি গ্রোভ আবাদের জন্য অনুরূপ প্রতি পরিবারকে বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে । কিন্তু জেলা প্রশাসক যদি বন্দোবস্ত গ্রহীতার কার্যক্রম অত্যন্ত সন্তোষজনক বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাকে আরো কিছু পরিমাণ গ্রোভ-ভূমি গ্রোভ আবাদের জন্য বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। তবে বন্দোবস্ত গ্রহীতার গ্রোভ-ভূমির পরিমাণ, অনুরূপ পরিবারের পূর্বের অধিকারাধীন গ্রোভ-ভূমি এবং বন্দোবস্ত প্রাপ্ত গ্রোভ-ভূমিসহ সর্বমোট ১০ একরের অধিক হইতে পারিবে না । আলোচ্য উপ-ধারায় বর্ণিত কৃষি বা গ্রোভ আবাদের নিমিত্তে বন্দোবস্ত প্রদত্ত ভূমি সালামী মুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।[Ω]

(ii) উপ-ধারা (i) এ বর্ণিত কৃষি-ভূমি কিংবা গ্রোভ-ভূমির বন্দোবস্ত জেলা প্রশাসক অনুমোদন করিবেন । তবে মহকুমা প্রশাসক কেবলমাত্র চাষাবাদে নিয়োজিত কোন পাহাড়ীকে চাষাবাদযোগ্য ভূমি বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। অনুরূপ ক্ষেত্রে লীজের আবেদন পত্র হেডম্যানের নিকট প্রদান করা যাইবে । উক্ত আবেদন পত্র হেডম্যান সুপারিশসহ মহকুমা প্রশাসকের নিকট অগ্রবর্তী করিবেন।[Ω]

(iii) লীজ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষকে স্বাভাবিক রায়তী খাজনার হারে উপ-ধারা-(১) এ বর্ণিত কৃষি-ভূমির খাজনা নির্ধারণ করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিতে ইতিপূর্বে চাষাবাদ না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনুরূপ ভূমির জন্য লীজ অনুমোদনের তারিখ হইতে প্রথম তিন বৎসর পর্যন্ত কোন খাজনা প্রদান করিতে হইবে না ।[Ω]

(iv) উপধারা -(১) বর্ণিত গ্রোভ-ভূমি প্রথম তিন বৎসর খাজনা মুক্ত ভূমি হিসাবে গণ্য হইবে। পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য অনুরূপ ভূমিকে তৃতীয় শ্রেণীর ভূমি হিসাবে গণ্য করিয়া জেলা প্রশাসক কর্তৃক ভূমির উৎপাদনের ভিত্তিতে খাজনা নির্ধারণ করা হইবে।[Ω]

(বি) রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যাতিরেকে কোন অনিবাসীকে (বহিরাগত) কৃষি কিংবা গ্রোভ আবাদের জন্য কোন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে না। এই ক্ষেত্রে কি পরিমাণ ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হইবে উহার পরিমাণ রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমির জন্য বন্দোবস্ত গ্রহীতার নিকট হইতে প্রচলিত বাজার মূল্যের ৫০ ভাগ হারে সালামী আদায় করা হইবে, যা বার্ষিক অনধিক ১০ (দশ) কিস্তিতে পরিশোধ্য। ভূমির খাজনা সংশ্লিষ্ট মৌজায়, প্রচলিত খাজনার হারের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হইবে।

[Ω] * As amended by Notification No.S.R.O 72-L/79- dated 31st March, 1979 published at pages 1178,1179 & 1180 of the Bangladesh Gazette, Extra, March, 31,1979.

ব্যাখ্যাঃ গ্রোভ ল্যান্ড বলিতে বুঝাইবে এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে,পাহাড়ী ভূমির প্রেক্ষিত বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত নীচু সমতল ও স্ফীত ভূমি,পর্বত বা পর্বত শ্রেনীর পাদদেশে অবস্থিত নীচু পাহাড়, টিলা বা আধো বন্ধুর বা প্রায় সমতল বনাংশ যা শুধুমাত্র ফলের বাগান বা অন্যান্য বৃক্ষের বাগান সৃজনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং অনুরূপ ব্যবহারের জন্য উহার ঢালুতা ধাপ পর্যায়ে সম্পুর্ন বা আংশিক পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে না।

বি (i) বানিজ্যিক ভিত্তিতে রাবার বাগান এবং অন্যান্য বাগান সৃজনের জন্য জেলা প্রশাসক সর্বোচ্চ ২৫ একর পর্যন্ত এবং বিভাগীয় কমিশনার সর্বোচ্চ ১০০ একর পর্যন্ত জমি দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে বন্দোবস্ত প্রদান করিতে পারিবেন। সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ১০০ একরের অধিক পরিমাণ জমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে না।[Ω]

আলোচ্য ধারায় বর্ণিত বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের ১০০ ভাগ সালামী প্রদান করিতে হইবে। প্রদত্ত সালামীর ১০ ভাগ প্রথম বৎসর এবং বাকী সালামীর ৫ ভাগ ৮-ম বৎসর হইতে ১৭-তম বৎসরের মধ্যে এবং ১০ ভাগ ১৮-তম হইতে ২১-তম বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

তবে নিবাসী পাহাড়ী এবং অ-পাহাড়ীদের ২৫ একর পর্যন্ত জমির জন্য বাজার মূল্যের ৫০ ভাগ সালামী প্রদান করিতে হইবে। তদমধ্যে ৫ ভাগ প্রথম বৎসর এবং বাকী সালামীর ২.৫ ভাগ ৮-ম হইতে ১৭-তম বৎসরে এবং ৫ ভাগ ১৮-তম হইতে ২১-তম বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

বি (ii) প্রচলিত রায়তি খাজনার হারে আলোচ্য বিধিতে বর্ণিত জমির খাজনা নির্ধারণ করা হইবে এবং নির্ধারিত খাজনা প্রদানের সূচনা লীজ চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে কার্যকর হইবে মর্মে গণ্য হইবে।[Ω]

(সি) জেলা প্রশাসক সাধারনতঃ পাহাড়ের ঢালু গাত্রের বন্ধুর ভূমি নিবাসী-পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ীদেরকে পরিবার প্রতি ৫ একর পর্যন্ত বন্দোবস্ত প্রদান করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক বন্দোবস্ত গ্রহীতার কার্যকলাপ কৃতিত্বপূর্ণ মর্মে প্রমাণ পাইলে লীজিকে আরো ৫ একর পর্যন্ত ভূমি লীজ প্রদান করিতে পারিবেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার নিবাসী পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ী প্রতি পরিবারকে ১০০ একর পাহাড়ের ঢালু গাত্রস্থ বন্ধুর ভূমি লীজ দিতে পারিবেন। রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন পরিবারকে ১০০ একরের বেশী ভূমি লীজ দেওয়া যাইবে না। ৫ একর পর্যন্ত ভূমির জন্য কোন সালামী আদায় করা হইবে না। যেখানে পাথরের দেওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন সেইখানে পরবর্তী ৫ একর জমির জন্য বাজার মূল্যের ২৫ ভাগ সালামী ধার্য করা হইবে। ধার্যকৃত সালামীর ৫ ভাগ প্রথম বৎসর এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ বার্ষিক ৫ ভাগ হারে ৬ষ্ঠ হতে নবম বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। যেইখানে পাথরের দেওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন নাই সেইখানে বাজার মূল্যের ৫০ ভাগ হারে সালামী ধার্য করা হইবে এবং ধার্যকৃত এই সালামী বার্ষিক ১০ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। অনিবাসীদের ১০ একরের অধিক পরিমাণ ভূমি লীজ প্রদানের ক্ষেত্রে লীজের শর্তাবলী নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে বর্ণিত (ই) বিধির বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে। আলোচ্য ধারায় বর্ণিত বন্দোবস্তকৃত ভূমির খাজনা প্রচলিত রায়তি ভূমির খাজনার অনুরূপ হারে নির্ধারণ করা হইবে। তবে ১০ একর পর্যন্ত ভূমি বন্দোবস্তির ক্ষেত্রে প্রথম ১০ বছর কোন খাজনা আদায় করা যাইবে না। ১০ একরের অধিক ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অনিবাসীদের জন্য নির্ধারিত শর্তাবলী প্রযোজ বলিয়া গণ্য হইবে।

সি (i) জেলা প্রশাসক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য পৌর এলাকার বাহিরে সর্বোচ্চ ১০ একর পর্যন্ত এবং পৌর এলাকায় সর্বোচ্চ ৫ একর পর্যন্ত ভূমি আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তাদের নিকট দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে লীজ প্রদান করিতে পারিবেন। অনুরূপ বন্দোবস্তির ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে বাজার মূল্যের ১০০ ভাগ সালামী প্রদান করিতে হইবে এবং ধার্যকৃত সালামী বন্দোবস্ত প্রদান কালে পরিশোধ করিতে হইবে। নিবাসী পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ী লীজির ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের ৫০ ভাগ সালামী ধার্য করা হইবে।[Ω]

(সি) (ii) সি(i) ধারায় বর্ণিত জমির খাজনা বাজার মূল্যের ০.৫ ভাগ হারে নির্ধারণ করা হইবে।[Ω]

(ডি) সাধারনতঃ জেলা প্রশাসক, পর্বত বা পর্বত শ্রেনীর পাদদেশে অবস্থিত নীচু পর্বত সমূহের বন্ধুরতা বা ঢালুতা, ধাপ পর্যায়ে আংশিক পরিবর্তন করিয়া চাষাবাদের জন্য নিবাসী-পাহাড়ী বা অপাহাড়ী, পরিবারকে পরিবার প্রতি, ৫ একর পর্যন্ত অনুরূপ ভূমি বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। তবে ব্যতিক্রম এই যে, জেলা প্রশাসক লীজির কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হইলে অতিরিক্ত আরো ৫

Ω Ω * As amended by Notification No.S.R.O 72-L/79- dated 31st March, 1979 published at pages 1178,1179 & 1180 of the Bangladesh Gazette, Extra, March, 31,1979.

একর ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করিতে পারিবেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার ১০০ একর পর্যন্ত ভূমি বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন পরিবারকে ১০০ একরের অধিক ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না। ৫ একর পর্যন্ত ভূমির জন্য কোন সালামী আদায় করা হইবে না। পরবর্তী ৫ একরের জন্য বাজার মূল্যের ৫০ ভাগ সালামী প্রদান করিতে হইবে। প্রদেয় সালামী দশ কিস্তিতে ১ম এবং ৭ম হইতে ১৫-তম বৎসরের মধ্যে ৫ ভাগ হারে পরিশোধ করিতে হইবে। অ-নিবাসীদের ১০ একরের অধিক পরিমাণ ভূমি প্রদানের শর্তাবলী অ-নিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য শর্তের অনুরূপ হইবে। খাজনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত রায়তী হারের ভিত্তিতে খাজনা ধার্য করা হইবে। তবে ১০ একর পরিমাণ পর্যন্ত ভূমির জন্য ১ম ৫ বৎসর কোন খাজনা আদায় করা হইবে না। ১০ একরের অধিক পরিমাণ ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে বিবেচ্য শর্তাবলী অনিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলীর অনুরূপ হইবে ।

ডি (i) আবাসিক উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে দীর্ঘ মেয়াদী লীজ ভিত্তিতে ভূমি বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। এইরূপ উদ্দেশ্যে পাহাড়ী এবং অ-পাহাড়ীদের প্রদেয় ভূমির জন্য শহর এলাকায় বাজার মূল্যের ৫০ ভাগ সালামী আদায় করা হইবে। নিবাসী পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হইলে বন্দোবস্তকৃত ভূমির জন্য বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে বাজার মূল্যের ১০০ ভাগ সালামী প্রদান করিতে হইবে। যাই হোক না কেন, শহর এলাকার বাহিরে নিবাসী-পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ীদের অনুরূপ ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হইলে বন্দোবস্তকৃত ভূমির জন্য কোন সালামী আদায় করা যাইবে না। [Ω]

ডি (ii)ঃ- আলোচ্য ডি(i) উপ-বিধিতে বর্ণিত বন্দোবস্তকৃত ভূমির জন্য বাজার মূল্যের ০.২৫% হারে খাজনা নির্ধারণ করা হইবে।[Ω]

ডি (iii)ঃ- সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে শহর এলাকায় কোন ব্যক্তিকে ০.৩০ একরের অধিক পরিমাণ ভূমি আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে না।[Ω]

(ই):- রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে জেলা প্রশাসক, পর্বত শ্রেনীর পাদদেশে অবস্থিত নীচু পর্বতসমূহের ঢালুতা ধাপ পর্যায়ে আংশিক পরিবর্তনের মাধ্যমে কৃষি কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অনিবাসীদের বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। অনুরূপ বন্দোবস্ত প্রদেয় ভূমির পরিমাণ রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে। যেই সকল ভূমিতে পাথরের খাড়া দেওয়াল নির্মাণ প্রয়োজন এবং ঢালুতার পূর্ণ পরিবর্তন আবশ্যক সেই সকল ভূমির জন্য প্রদেয় সালামীর হার হইবে বাজার মূল্যের ২৫ ভাগ এবং ইহা সমান ৫ কিস্তিতে ১ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। যেই সকল ভূমিতে পাথরের খাড়া দেওয়াল নির্মাণের প্রয়োজন নাই সেই সকল ভূমির সালামী, বাজার মূল্যের ৫০ ভাগ হারে নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত সালামী সমান ১০ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। যেই ভূমিতে ঢালুতার ধাপ পর্যায়ের আংশিক পরিবর্তন প্রয়োজন সেই ভূমির জন্য বাজার মূল্যের ১০০ ভাগ হারে খাজনা প্রদান করিতে হইবে; এবং উক্ত সালামীর ১০ ভাগ ১ম বৎসরে এবং বাকী অংশের ৫ ভাগ ৭-ম হইতে ১৬-তম বৎসরে, ১০ ভাগ ১৭-তম হইতে ২০-তম বৎসরে পরিশোধ করিতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রে যেখানে ঢালুতার ধাপ বিনির্মাণে পূর্ণ পরিবর্তন প্রয়োজন এবং সাথে সাথে পাথরের দেওয়াল নির্মাণও আবশ্যক সেই সকল ভূমির ক্ষেত্রে প্রথম ৫ বৎসরের জন্য কোন খাজনা আদায় করা যাইবে না। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে প্রথম ৫ বৎসরের খাজনা ৬ষ্ঠ হতে ১০-ম বৎসরের খাজনার সাথে প্রদান করিতে হইবে।

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন প্রকল্পের প্রেক্ষিত বিবেচনায় নগর এলাকায় বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসক কোন ব্যক্তিকে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করিতে পারিবেন। অনুরূপ উদ্দেশ্যে বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত হারে সালামী আদায় যোগ্য হইবে।

(i) নিবাসী পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ীদের ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের ৫০ ভাগ;

(ii) অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের ১০০ ভাগ।

এই অংশে বর্ণিত বন্দোবস্তকৃত প্রতি একর জমির জন্য বাজার মূল্যের ০.৫ ভাগ হারে খাজনা নির্ধারণ করা হইবে।

(এফ) কুটির শিল্প ভিত্তিক রাবার বাগান সৃজনের জন্য জেলা প্রশাসক নিবাসী পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ী পরিবারকে পরিবার প্রতি ৫ একর পর্যন্ত ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করিতে পারিবেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে অনুরূপ পরিবারকে কমিশনার ১০ একর পর্যন্ত ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করিতে পারিবেন। রাবার বাগানের জন্য অনুরূপ পরিবারকে ১০ একরের অধিক ভূমি বন্দোবস্ত দিতে হইলে রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমোদন আবশ্যক হইবে। ৫ একর পরিমাণ ভূমির জন্য বাজার মূল্যের ৫০ ভাগ হারে সালামী আদায় করিতে হইবে। আদায়যোগ্য সালামীর ৫ ভাগ ১ম বৎসর এবং বাকী ৪৫ ভাগ বার্ষিক ৫ ভাগ হারে ৮-ম হতে ১৬-তম বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। ৫ একরের অধিক ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অনিবাসীদের জন্য নির্ধারিত শর্তাবলী নিম্নের-(জি) উপ-বিধির অনুরূপ বলিয়া গণ্য হইবে। আলোচ্য অংশে বর্ণিত ভূমির খাজনা প্রচলিত রায়তি হারে

ধার্য করা হইবে। ৫ একর পরিমাণ পর্যন্ত ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ১ম ৫ বৎসরের জন্য কোন খাজনা নির্ধারণ করা হইবে না। ৫ একরের অধিক পরিমাণ ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অনিবাসীদের উপর নির্ধারিত শর্তাবলী প্রযোজ্য বলিয়া গণ্য হইবে। উপরে বর্ণিত বিধির প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ধার্যকৃত সালামীর হার গভর্ণর কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে ধার্য করা হইবে।

(জি) রাজস্ববোর্ডের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে জেলা প্রশাসক অ-নিবাসী ব্যক্তিকে রাবার বাগান সৃজনের জন্য ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করিতে পারিবেন। প্রত্যেক পক্ষকে কি পরিমাণ ভূমি প্রদান করা হইবে তাহা রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ বন্দোবস্তকৃত ভূমির জন্য বাজার মূল্যের ১০০ ভাগ হারে সালামী ধার্য করা হইবে। ধার্যকৃত সালামীর ১০ ভাগ প্রথম বৎসর, অবশিষ্টাংশ ৫ ভাগ হারে ৮-ম হইতে ১৭-তম বৎসরে এবং ১০ ভাগ হারে ১৮-তম হইতে ২১-তম বৎসরে পরিশোধযোগ্য। প্রচলিত রায়তি হারে আলোচ্য বিধি অনুসারে বন্দোবস্তকৃত ভূমির খাজনা নির্ধারণ করা হইবে। তবে ১ম সাত বৎসরের খাজনা ৮-ম এবং ১৪-তম বৎসরের সালামীর সাথে পরিশোধ করিতে হইবে।

খাস ভূমি বন্দোবস্তের নিমিত্তে সম্পাদিত লীজ চুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নির্ধারিত ফরমে বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এইরূপ ফরমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং বিধি-(১২) অনুসারে রেজিষ্ট্রি করিতে হইবে। লীজির অধিকার ও দায় লীজ চুক্তিতে উল্লেখিত শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।*

(এইচ) রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে পৌর এলাকার বাহিরে শিল্প এলাকা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, জেলা প্রশাসক উপযুক্ত শিল্পোদ্যক্তাদের নিকট ভূমি বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। এইরূপ বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের ১০০ ভাগ হারে সালামী ধার্য করা হইবে। ধার্যকৃত সালামী বন্দোবস্ত প্রদানের সময় পরিশোধ্য। বাজার মূল্যের ০.৫০ ভাগ হারে বন্দোবস্তকৃত ভূমির একর প্রতি খাজনা নির্ধারণ করা হইবে।

(আই) পৌর এলাকায় আবাসিক উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক উপযুক্ত নিবাসী-পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ীদের ভূমি বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। অনুরূপ বন্দোবস্তকৃত ভূমির জন্য বাজার মূল্যের ৫০ ভাগ সালামী ধার্য করা হইবে। ধার্যকৃত সালামী বন্দোবস্ত প্রদানের সময় পরিশোধ করিতে হইবে। বন্দোবস্তকৃত ভূমির বিপরীতে বাজার মূল্যের ০.২৫ ভাগ হারে খাজনা নির্ধারণ করা হইবে। রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমতিক্রমে জেলা প্রশাসক উপযুক্ত অনিবাসীদেরকে অনুরূপ আবাসিক উদ্দেশ্যে ভূমি বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। তবে এইজন্য বাজার মূল্যের ১০০ ভাগ হারে সালামী এবং একর প্রতি ০.২৫ ভাগ হারে খাজনা ধার্য করা হইবে।

(জে) বাণিজ্যিক এবং আবাসিক কাজে ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসক নিবাসী-পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ীদের পৌর এলাকায় অবস্থিত ভূমি বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে বন্দোবস্তকৃত ভূমির জন্য বাজার মূল্যের ৫০ ভাগ হারে সালামী, বন্দোবস্ত প্রদানের সময় পরিশোধ করিতে হইবে। রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমতিক্রমে জেলা প্রশাসক, অনুরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পৌর এলাকায় অবস্থিত ভূমি অ-নিবাসীদের, বাজার মূল্যের ১০০ ভাগ হারে সালামী ধার্য সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। উভয় ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে একর প্রতি বাজার মূল্যের ০.৫০ ভাগ খাজনা প্রদান করিতে হইবে।

(কে) পৌর এলাকার বাহিরে আবাসিক উদ্দেশ্যে জেলা প্রসাশক নিবাসী পাহাড়ী বা অপাহাড়ীদের বিনা সালামীতে ভূমি বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে জেলা প্রশাসক অনিবাসীদেরকে অনুরূপ উদ্দেশ্যে পৌর এলাকার বাহিরে অবস্থিত ভূমি বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। এইরূপ বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে বন্দোবস্তকৃত ভূমির জন্য বাজার মূল্যের ১০০ ভাগ হারে সালামী ধার্য করা হইবে, যাহা বন্দোবস্ত গ্রহণের সময় পরিশোধ্য। তবে উভয় ক্ষেত্রে লীজ গ্রহীতাকে একর প্রতি বাজার মূল্যের ০.২৫ ভাগ খাজনা পরিশোধ করিতে হইবে।

(এল) রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে অ-নবাসীদের অনুকূলে অত্র জেলায় কোন ভূমি বন্দোবস্ত মঞ্জুর করা যাইবে না।

(এম) বিধি (এ), (সি), (ডি) এবং (এফ) এ বর্নিত নীতি অনুসারে উপযুক্ত নিবাসী পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ী প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে উপ-বিধি সমূহে নির্দিষ্টকৃত পরিমাণ ভূমি পৃথক ভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারে।

---

* As amended by Notification No.S.R.O 72-L/79- dated 31st March, 1979 published at pages 1178,1179 & 1180 of the Bangladesh Gazette, Extra, March, 31,1979.

(এন) বন্দোবস্তকৃত খাস ভূমির চুক্তি সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নির্ধারিত ছকে কিংবা রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এমন ছকে, লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং বিধি-১২ অনুসারে রেজিষ্ট্রি করিতে হইবে। লীজির অধিকার এবং দায় লীজ চুক্তিতে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসারে পরিচালিত হইবে।

ব্যাখ্যাঃ- এই উপ-বিধিতে বর্ণিত নিবাসী অ-পাহাড়ী বলিতে, পার্বত্য এলাকায় বসতবাটি আছে এবং কমপক্ষে ১৫ বৎসর যাবৎ পার্বত্য এলাকায় বসবাস করিতেছে কিন্তু অত্র এলাকার বাহিরে কোন বসতবাটি নেই, এমন ব্যক্তি, অথবা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদেয় বন্দোবস্তকৃত কৃষি-ভূমিতে বাড়ী আছে কিন্তু পার্বত্য এলাকার বাহিরে অন্য কোথাও কোন বসতবাটি বা কৃষি জমি নাই, এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(২) চাষযোগ্য পতিত ভূমি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে অনুরূপ পতিত এলাকাকে চাষাবাদের আওতাভূক্ত করিবার নিমিত্তে প্রাদেশিক সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন এলাকাকে উপবিধি-(১) এর কার্যকারিতার আওতামুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে। এই বিধিতে যাহা কিছুই বর্ণিত থাকুক না কেন, কোন এলাকাকে অনুরূপ আওতামুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইলে ঘোষিত এলাকায় বর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাদেশিক সরকার সময় সময় সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্দেশিত উপায়ে উক্ত এলাকা পরিচালিত করিতে পারিবেন।

(২.এ) যে শ্রেণীর হউক্ না কেন,১৯২০ সালের ৩ ডিসেম্বর হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত বিদ্যমান সকল স্বীকৃত উপ-রায়ত (সাব-লীজি) বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে । তবে শর্ত থাকে যে, হোল্ডিংস্থ প্রত্যেক লীজিকে অত্র নীতিমালা বলবৎ হইবার তিন মাসের মধ্যে স্বীয় প্রজাসত্বাধীন ভূমিতে উপরোক্ত সময় সীমার মধ্যে বিদ্যমান উপ-রায়তের নাম এবং অর্ন্তভূক্ত ভূমির তৌজিতে উল্লিখিত প্রদেয় খাজনার পরিমাণ দাখিল করিতে হইবে । যেই সকল উপ-রায়ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন না তাঁহারা অননুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং পরবর্তীতে বর্ণিত ৩৪(৫) উপ-বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে । পরবর্তী ৩৪(৭) বিধিতে বর্ণিত শর্ত ব্যাতিরেকে অত্র বিধি অনুসারে স্বীকৃত কোন উপ-রায়তকে জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যাতিরেকে উচ্ছেদ করা যাইবে না বা তাঁহাদের খাজনা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

(২.বি) যেই কারনেই হউক না কেন, যখন কোন স্বীকৃত সাব-লীজির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তখন উক্ত সাবলীজির অব্যবহিত পূর্বের ভূ-স্বামী জেলা প্রশাসকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উহা পুনঃ সাবলেট দিতে পারিবেন না। যদি সাবলীজির অধীনে কোন প্রজা থাকিয়া থাকেন তবে, তিনি তাঁহার নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকিবেন কিনা কিংবা মেয়াদ উত্তীর্ণ সাব-লীজের সম্পুর্ন অংশ ইতিপূর্বে প্রদেয় হারে, খাজনা প্রদানের ভিত্তিতে সাব-লীজ নিবেন কিনা সেই বিষয়ে উক্ত সাব-লীজির মতামত নিতে হইবে।

(৩) ১৯২০ সালের ৩রা ডিসেম্বরের পর হইতে সাময়িক অক্ষমতা, প্রকৃত অপ্রাপ্ত বয়স এবং অসুস্থতা ইত্যাদি কারণ ছাড়া জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন লীজিকে তাঁহার ভূমির সম্পুর্ন বা অংশ বিশেষ সাব-লেট দিবার অনুমতি প্রদান করা হইবে না। অনুরূপ উপ-রায়তদের খাজনা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ন্যায্য পরিমাণে নির্ধারিত হইবে। উক্ত ভূমির খাজনা লীজি কর্তৃক সাব-লেট প্রদত্ত ভূমির বিপরীতে যেই খাজনা প্রদান করা হয়, উহার ৫০ শতাংশের বেশী হইবে না। কোন ক্ষেত্রে সাব-লীজি পুনঃ সাব-লেট দেওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না। উৎপাদনের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক প্রাপ্ত শ্রমিকদেরকে উপ-রায়ত বলা হইবে। উপ-রায়ত জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের খাজনা উপরে বর্ণিত নীতি মোতাবেক নির্ধারিত হইবে।

(৩.এ) উপ-রায়ত যে শ্রেনীর হউক না কেন, ১৯২০ সালের ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিলে এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইলে জেলা প্রশাসকের আদেশ ব্যতীত অনুরূপ উপ-রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

(৩.বি) কোন কারণে কোন স্বীকৃত সাব-লীজের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর সাব-লীজির পূর্ববর্তী ভূমি মালিক পুনরায় ঐ ভূমি সাব-লীজ দিতে পারিবেন না। যদি সাব-লীজির অধীনে কোন প্রজা থাকিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ প্রজাকে নির্ধারিত মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বহাল রাখিতে হইবে।

(৪) অতপর কোন লীজিকে তাঁহার ভূমির সম্পুর্ন বা অংশবিশেষ সাব-লীজ দেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হইবে না।

(৫) কোন লীজি বা সাব-লীজি জেলা প্রশাসকের পূর্ব সম্মতি ব্যতিরেকে তাঁহার হোল্ডিং এর সম্পুর্ন বা অংশবিশেষ বিক্রয়, দান কিংবা বন্ধকের মাধ্যমে হস্তান্তরের অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন না । জেলা প্রশাসক ৭ বছরের অধিক মেয়াদের নয়, এমন খাইখালাসী বন্ধক ছাড়া অন্য কোন প্রকার বন্ধকের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না। যদি কোন কারণে মেয়াদ বৃদ্ধি করা না হয়, তাহা হইলে অনুরূপ বন্ধকের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার সাথে সাথে মুল ঋণ ও সুদসহ সকল পাওনা বিলুপ্ত হইয়া

যাইবে। তবে জেলা প্রশাসক, সরকার বা পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বা পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক বা বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিস এক্ট,১৯৪০ (১৯৪০ সালের ২১ নং বেঙ্গল এক্ট) অনুসারে নিবন্ধিকৃত সমবায় সমিতি সমূহ বা পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বা তাঁহার বিবেচনা মতে উপযুক্ত অন্য যেই কোন ঋণ প্রদানকারী সংস্থার অনুকূলে সাধারণ বন্ধকের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন। অবশ্য জেলা প্রশাসক অত্র প্রজ্ঞাপন জারী হইবার পূর্ব হইতেই পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের অনুকূলে ঋণ প্রদানের বিপরীতে, যেই কোন হোল্ডিং এর বন্ধক অনুমোদন করিতে পারিতেন। অস্বীকৃত হস্তান্তরকে কোন অবস্থাতেই স্বীকৃতি দেওয়া হইবে না।

সকল ক্ষেত্রে যে কোন অস্বীকৃত সাব-লীজ বা হস্তান্তরকৃত ভূমি জেলা প্রশাসক পুনগ্রহণ করতে পারিবেন। অতঃপর ঘটনার প্রেক্ষিত বিবেচনা সাপেক্ষে উক্ত ভূমি খাস ভূমি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবেন কিংবা লীজি বা হস্তান্তরকারীকে অথবা লীজদাতা বা হস্তান্তরগ্রহীতাকে কিংবা কোন পাহাড়ী রায়তকে সাব-লেট দিতে বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

(৫,এ) উপ-বিধি (১) অনুসারে জেলা প্রশাসককে প্রদত্ত ক্ষমতা মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক তাঁহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, যদি যাহার অনুকূলে ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, সে ব্যক্তি পাহাড়ী-চাষী হয় এবং ঐ পাহাড়ী-চাষীর নিজস্ব ভূমি ও পরিবারের সর্বমোট জমির পরিমাণ পুনঃ বন্দোবস্ত প্রদত্ত ভূমিসহ একত্রে ১০ একরের বেশী না হয়।"[৭]

(৬) যে কোন অননুমোদিত সাব-লীজ বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভূমি জেলা প্রশাসক পুনগ্রহণ করিতে পারিবেন। অতঃপর ঘটনা প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য বিবেচনায় এবং উপবিধি-(১) মোতাবেক উক্ত ভূমি, খাস ভূমি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবেন বা লীজ প্রদানকারী বা হস্তান্তরকারীকে বা লীজ গ্রহীতা কিংবা বা হস্তান্তর গ্রহীতাকে অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তিকে লীজ দিতে পারিবেন।"[৮]

জেলা প্রশাসক বা মহকুমা প্রশাসকের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন হোল্ডিং বিভাজন করা যাইবে না।

(৭) জেলা প্রশাসকের সম্মাতি ব্যতিরেকে কোন হোল্ডিং বিভাজন করা যাবে না।

জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্বীকৃত কোন উপ-রায়তকে তাঁহার আদেশ ব্যতীত কিংবা যে ক্ষেত্রে ভূমির পরিমাণ ১০ একরের বেশী নয় সেই ক্ষেত্রে, মহাকুমা প্রশাসকের আদেশ ব্যতীত উচ্ছেদ করা যাইবে না।"[৯]

(৮) জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্বীকৃত কোন উপ-রায়তকে তাঁহার আদেশ ব্যতীত উচ্ছেদ করা যাইবে না। সাধারনভাবে একজন উপ-রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইবে-

(এ) যদি তিনি তাঁহার হোল্ডিং পত্তন (সাবলেট) দেন বা হোল্ডিং এর কোন অংশ হস্তান্তর করেন বা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম দিতে বা হোল্ডিংকে চাষাবাদের আওতায় রাখিতে ব্যর্থ হন।

(বি) যদি তিনি রেকর্ড মোতাবেক বকেয়া খাজনা কিংবা জেলা প্রশাসাক কর্তৃক নির্ধারিত খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ হন।

(সি) যদি তিনি তাঁহার হোল্ডিং এমন ভাবে ব্যবহার করেন, যাহা প্রজাস্বত্বের উদ্দেশ্যকে ব্যহত করে তথা অনুপযোগী করিয়া তুলে।

(ডি) যদি তিনি জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্বীকৃত তাঁহার অধিনস্ত কোন উপ-রায়তের খাজনা জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে বৃদ্ধি করেন।

এই আইন বলৎ হইবার তারিখ হইতে ১৯২০ সালের ৩ রা ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং তৎমধ্যবর্তী সময়ের কোন অননুমোদিত সাব-লেটিং ভূক্ত ভূমি হইতে কোন উপ-রায়তকে উচ্ছেদ করা জেলা প্রশাসক অন্যাধ্য বিবেচনা করিলে তিনি উক্ত রায়ত বা উপ-রায়তের স্বত্ব একটি সীমিত সময়ের জন্য বহাল রাখিতে পারিবেন। কিন্তু মুল হোল্ডিং পুনঃনির্ধারণের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে না। এইরূপ অনুমতির মেয়াদ হোল্ডারের মৃত্যুর তারিখে সমাপ্ত হইবে বলিয়া গণ্য হইবে।

---

[৭] As inserted by Notification No.488 R.L dt. 25th September 1961, published in the Dacca Gazette, Part I, dated the 5th October 1961.

[৮] As inserted by Notification No.488 R.L dt. 25th September 1961, published in the Dacca Gazette, Part I, dated the 5th October 1961.

[৯] As inserted by Notification No.488 R.L dt. 25th September 1961, published in the Dacca Gazette, Part I, dated the 5th October 1961.

(৯) জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্বীকৃত কোন শ্রেনীর উপ-রায়তের খাজনা জেলা প্রশাসক ব্যতীত অন্য কেউ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। তবে অনুরূপ উপ-রায়তের অধিকৃত ভূমির খাজনা বৃদ্ধি করা যাইবে যদি ভূ-স্বামী কর্তৃক প্রদেয় খাজনা ভূ-স্বামীকে প্রদেয় খাজনার চেয়ে অধিক হয় বা ভূ-স্বামী কর্তৃক প্রদেয় খাজনার হারও বৃদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিক্রমের পূর্বে হোল্ডিং এর খাজনা পুনঃ নির্ধারন করিতে হইবে। ভূ-স্বামী কর্তৃক বন্দোবস্তকৃত ভূমির খাজনা যদি ৫০ ভাগ এর অধিক হয়, সেই কারণ উল্লেখ পূর্বক জেলা প্রশাসক কর্তৃক লিখিত বিশেষ আদেশ বিবেচনা বতীত ভূ-স্বামীর খাজনা ৫০ ভাগ এর অধিক হইবে না। উপ-রায়তের খাজনা যদি বিগত ১০ বছরের মধ্যে বৃদ্ধি করা না হয়, তবে ভূ-স্বামীর আবেদনক্রমে জেলা প্রশাসক বর্ণিত শর্তানুসারে অনুরূপ উপ-রায়তের খাজনা যেইরূপ সংগত এবং ন্যায্য বলিয়া মনে করিবেন সেইরূপ পরিমান বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

এই বিধিমালা মোতাবেক সম্পাদিত লীজ সমূহ দলিল করিবার সময় জেলা প্রশাসক সাব-লীজ ভূক্ত হোল্ডিং এর খাজনা এবং অন্যান্য শর্তাবলী যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন সেইরূপ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(১০) জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত যেই কোন শ্রেনীর উপ-রায়তকে উচ্ছেদ করণ বা পুনঃগ্রহণ সর্ম্পকিত বিষয়ে বিদ্যমান বিধি সাপেক্ষে, উপ-রায়ত যেই জমির জন্য খাজনা পরিশোধ করিয়াছেন সেই ভূমিতে তাঁহার স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আলোচ্য বিধিমালার ৩৪ নং বিধির উপ-বিধি ২(বি) বা (৩) এ অন্যকিছু বর্ণিত না থাকিলেও জেলা প্রশাসক কমিশনারের অনুমতি সাপেক্ষে, বিশেষ ক্ষেত্রে, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ পূর্বক,যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন সেইরূপ শর্তে স্থায়ীভাবে বা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যেই কোন ভূমি, তা সরাসরি সরকারের অধীনে ন্যস্ত থাকুক বা না থাকুক কৃষক শ্রেনীভুক্ত, যেই কোন ব্যাক্তিকে লীজ বা সাব-লীজ দিতে পারিবেন।

(১১) সরকারের সরাসরি অধীনস্ত প্রজা বন্দোবস্তকৃত যেই ভূমির জন্য খাজনা পরিশোধ করেন সেই ভূমিতে পুনঃগ্রহণ বা বন্দোবস্ত সর্ম্পকিত বিধিগুলিতে বর্ণিত ব্যবস্থা সাপেক্ষে তাঁহার স্থায়ী বা বংশানুক্রমিক অধিকার জন্মাইবে ; যদি স্থায়ী বা বংশানুক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে না মর্মে, সুনির্দিষ্ট কোন চুক্তি না করা হইয়া থাকে।

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি উচ্ছেদর জন্য দায়ী হইবে

(i) যদি তিনি রেকর্ড মোতাবেক বকেয়া খাজনা বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ হন।

(ii) যদি তিনি এমনভাবে ভূমি ব্যবহার করেন যা প্রজাস্বত্বের উদ্দেশ্যকে অনুপযোগী করিয়া তুলে।

(iii) যদি লীজের শর্ত মোতাবেক সে উচ্ছেদযোগ্য হয় বা অন্য কোন কারণে তার লীজ বাতিল করা হয়।

আরো শর্ত থাকে যে, সর্বশেষ যেই লীজ বা লাইসেন্সের শর্তানুসারে রায়ত ভূমির অধিকার অর্জনের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ভূমির সম্পূর্ন অংশ যদি চাষাবাদের আওতায় না রাখেন তাহা হইলে, অনুরূপ লীজ বা লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরও রায়ত অনুরূপ ভূমি নিজ দখলে রাখিয়া দিলে যেইরূপ ভাবে উচ্ছেদ যোগ্য হইত এই ক্ষেত্রেও সেইরূপ ভাবে উচ্ছেদ যোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যাঃ- এই বিধির উদ্দেশ্যে পরিবার বলতে পিতা, মাতা, পুত্র এবং কন্যাকেও অন্তর্ভূক্ত করিবে।[৩৩]

(১২) উপবিধি(১১) অনুসারে উচ্ছেদ বা পুনঃগ্রহণের ক্ষমতা জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োগ করা হইবে।

যে শ্রেনীর হউক না কেন, জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্বীকৃত কোন উপ-রায়ত বিধি ৩৪ এর উপবিধি (৩) বা উপ-বিধি (১০) ব্যতীত অন্য কোন বিধি অনুসারে যখন নির্দিষ্ট বছরের জন্য মেয়াদ ভিত্তিতে মঞ্জুর করা হয় তখন, উচ্ছেদ বা পুনঃগ্রহণ সম্পর্কিত নীতি অনুসারে খাজনা পরিশোধ্য ভূমির উপর স্থায়ী বা বংশগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(১৩) জেলা প্রশাসকের সুস্পষ্ট সম্মাতি ব্যতিরেকে স্বত্বাধিকার বা স্বীকৃত উত্তরাধিকারের প্রেক্ষিতে অনিবাসী কর্তৃক পাহাড়ী এলাকায় ভূমি অর্জনের ভিত্তিতে বিদ্যমান সংখ্যক অ-পাহাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে এই বিধির কোন কিছুই বা কোন মঞ্জুরী, লীজ বা চুক্তি, যাহার মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় ভূমির অধিকার অর্জিত হয়; তাহা প্রযোজ্য থাকিবে না। জেলা

---

[৩৩] As inserted by Notification No.488 R.L dt. 25th September 1961, published in the Dacca Gazette, Part I, dated the 5th October 1961.

প্রশাসক ন্যায় পরায়ণতার নীতিতে যথাসম্ভব এই বিধি প্রযোজ্য কি না সেই মর্মে সম্মতি দিবেন। জেলা প্রশাসকের অনুরূপ কোন আদেশের আপীল শুনানী কমিশনারের এখতিয়ারভূক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৪)[২১] উপ-বিধি (৫), (৬), (৭), (১১) এবং (১৩) শুধুমাত্র বিদ্যমান রায়তের উপর প্রযোজ্য হইবে।

(১৫) এই বিধি অনুসারে জেলা প্রশাসককে প্রদত্ত ক্ষমতা অতিরিক্তি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

(১৬) এই বিধিমতে জেলা প্রশাসকের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক স্বীয় অধিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, যদি জেলা প্রশাসক লিখিতভাবে সুস্পষ্ট আদেশের মাধ্যমে অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রদান করেন।

ব্যাখ্যাঃ এ বিধির অধীন পরিবার বলিতে, লিজী, লিজীর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং লিজীর উপর নির্ভরশীল ও একত্রে বসবাসরত আত্মীয়দের বুঝাইবে।

৩৪.এ। জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক জলাধারের কোন প্রবাহকে বন্ধ বা এর গতিপথ পরিবর্তন করা যাইবে না।[২২]

৩৪.বি। জেলা প্রশাসক যদি এই অভিমত পোষন করেন যে, নদীর তীর বা তীরবর্তী স্থানে জুম-চাষ বা কৃষিকাজ নদী ভাঙ্গন বা নিম্নাঞ্চল প্লাবিত করার কারণ হইতে পারে। তাহা হইলে তিনি, নদীর তীরে বা তীরবর্তী স্থানে জুম-চাষ বা কৃষিকাজ নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।[২৩]

৩৪.সি। ভূমি বন্দোবস্ত সম্পর্কে আলোচ্য বিধিমালায় যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন, রাজস্ব বোর্ড সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা জেলা প্রশাসককে যেই কোন শ্রেনীর যেই কোন পরিমাণ জমি, আদেশে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ীদের বন্দোবস্ত প্রদান করিবার কর্তৃত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।[২৪]

৩৫। সার্কেল ডিভিশনঃ- রিজার্ভ বন, তিন সার্কেল চীফ যথাঃ-চাকমা চীফ, বোমং চীফ ও মং চীফ এবং মাইনী উপত্যকা লইয়া চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলা গঠিত হইবে।[২৫]

৩৬। তালুক ডিভিশনঃ বাতিল।[২৬]

৩৭। মৌজাঃ সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যতীত জেলার বাকী অংশকে মৌজায় উপ-বিভক্ত করা যাইবে, উহার সীমানা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।[২৭]

৩৮। সার্কেল এবং মৌজা প্রশাসনঃ সার্কেল চীফগন জেলা প্রশাসকের উপদেষ্টা কাউন্সিল হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সার্কেলের প্রশাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে তথ্য এবং উপদেশ দিয়া জেলা প্রশাসককে সহায়তা করিবেন। চীফগণ তাঁহাদের কর্তৃত্বের প্রভাব বলয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের আওতাধীন মৌজাসমূহে জেলা প্রশাসকের আদেশ

---

[২১] As inserted by Notification No. 1958 dated 6th October 1942, published at page 2405, Part I of the Calcutta Gazette, dated the 15th October, 1942. (E.A. file No. 209 of 1942)

[২২] As amended by Notification No.2977 E.A dated the 27th February 1928, published at pages 439-440, Part I of the Calcutta Gazette, dated the 1st March 1928.

[২৩] As inserted by Notification No. 4852 E.A dated the 25th April 1939, published at page 1111, Part I of the Calcutta Gazette, dated the 4th May 1939.

[২৪] As inserted vide Chittagong Hill Tracts- No. 1R- 17/60/276-R.L. dated 16-6-61 from the Section Officer to the Government.

[২৫] As amended by Notification No. 382- TR dated the 4th June 1926, published at page 842 part I of the Calcutta Gazette dated the 17th June 1926.

[২৬] Cancelled by Notification No. 6931 L.R dated the 29th June 1925, published at page 1072, Part I of the Calcutta Gazette dated the 9th July 1925.

[২৭] As amended by Notification No. 6931 L.R. dated the 29th June 1925, published at page 1072, Part I of the Calcutta Gazette dated the 9th July 1925, and No. 382 T.R dated the 4th June 1926, published at page 842 Part I of the Calcutta Gazette dated the 17th June 1926.

সমূহের তড়িৎ কার্যকরীকরণ নিশ্চিত করিবেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে সার্কেলের সকল অংশ দর্শন করিবেন। সার্কেল চীফগণ ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়, গণ-শান্তি,কল্যাণমূখী প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে মৌজা হেডম্যানদের দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তির প্রয়োগ ঘটাইয়া অধিবাসীদের শিক্ষা বিস্তার ঘটাইতে এবং স্বাস্থ্য ও বস্তুগত অবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট হইবেন। তাঁহারা কোন সময় জোর পূর্বক নজরানা আদায় করিবেন না কিংবা কোন লোককে বিনা বেতনে তাঁহাদের শ্রমিক হিসাবে কাজে লাগাইবেন না।

মৌজা হেডম্যান সময় নিষ্ঠার সহিত সংশ্লিষ্ট মৌজার নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করিবেন। তাঁহারা জেলা প্রশাসক, মহকুমা প্রশাসক এবং সার্কেল চীফের আদেশ মান্য করিবেন। হেডম্যানগণ তাঁহাদের মৌজায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবেন এবং মৌজাস্থিত গ্রাম সমূহের জনসংখ্যা ও কৃষি বিষয়ক পরিবর্তনসহ যেই কোন পরিবর্তন সম্পর্কে জেলা প্রশাসককে তথ্য প্রদান করিবেন।

মাইনী উপত্যকাঃ- গভর্নর কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত বিশেষ আদেশের অধীন মাইনী উপত্যকা শাসিত হইবে।[৯]

৩৮.এ। চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলা তিনটি মহকুমায় বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেকটি মহকুমার দায়িত্বে একজন মহকুমা প্রশাসক থাকিবেন। তিনি তাঁহার মহকুমার প্রশাসনের জন্য সরাসরি জেলা প্রশাসকের নিকট দায়ী থাকিবেন। মহকুমা তিনটি হইবেঃ- রাঙ্গামাটি (বা সদর), রামগড় এবং বান্দরবান। রামগড় মহকুমা এলাকা মং সার্কেল ব্যাপী বিস্তৃত হইবে। জেলার বাকী অংশ সদর মহকুমা এবং বান্দরবান মহকুমার অন্তর্ভূক্ত থাকিবে।[১০]

৩৮.বি। বাতিল[১১]

৩৯। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এমন গুরুত্বপূর্ন বিষয়াদি নিয়া জেলা প্রশাসক, সার্কেল চীফগণের সহিত পরামর্শ করিবেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে বৎসরে অন্ততঃ দুইবার জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে তাঁহার অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকায় সম্মেলন করিতে হইবে। সম্মেলনে চীফ বা তাঁর প্রতিনিধিবর্গ আমন্ত্রিত হইবেন। জেলা প্রশাসকের বিবেচনা অনুসারে নির্ধারিত রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, রামগড়, মানিকছড়ি অথবা চট্টগ্রামের যেই কোন স্থানে সম্মেলনের আয়োজন করা যাইবে। জেলা প্রশাসক কমিশনারের সহিত আলোচনাক্রমে সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করিবেন।[১২]

৪০। চীফ এবং হেডম্যানের প্রশাসনিক ক্ষমতা[১৩]**ঃ**- আলোচ্য বিধিতে ব্যতিক্রমী কিছু উল্লেখ না থাকিলে, মৌজা হেডম্যানগণ সংশ্লিষ্ট মৌজার অধিবাসী কর্তৃক আনীত বিরোধীয় সকল বিষয়ের উপর, বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। তাঁহারা সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের প্রচলিত সামাজিক রীতি অনুসারে উপজাতীয় মোকাদ্দমাসমূহের বিচার করিবেন। এই ধরনের

---

[৯] As amended by Notification No. 9088 E.A dated the 16th April 1937, published at page 952, Part I of the Calcutta Gazette, dated the 22nd April 1937.

[১০] Framed by Notification No. 13066P dt. 3rd December 1920 published at page 2312 Part I of the Calcutta Gazette, dt. the 8th Dec. 1920, as amended by Notification No.13145 P dt. the 6th Dec. 1920 published at page 2313, Part I of the Calcutta Gazette, dt. the 8th December 1920 No.6251 L.R. dt. the 23rd July 1921, published at page 1243, Part I of the Calcutta Gazette, dt. the 27th July 1921, No. 4943 L.R. dt. the 3rd May 1922, published at page 906,Part I of the Calcutta Gazette, dt. the 10th May 1922, and No. 382 T.R. dated the 4th June 1926 published at page 842, Part I of the Calcutta Gazette, dated the 17th June 1926.

[১১] Dated vide Home Deptt. No. 2064, dated- 2/5/49.

[১২] As amended by Notification No. 320 T-R. dt. the 29th May 1926, published at page 809, Part I of the Calcutta Gazette dated the 10 th June 1926 No. 16049 E.A dated the 7th Dec. 1929, published at page 2132, Part I of the Calcutta Gazette, dt. the 12th December 1929 and No. 13279 E.A. dated the 14th November 1930, published at page 1819, Part I of the Calcutta Gazette, dt. the 20th Nov. 1930 and No. 16213 E.A. dt. the 21st Aug. 1937, published at page 2203 Part I of the Calcutta Gazette dt. 26th August 1937.

[১৩] As amended by Notification No. 9088 E.A. dt. the 16th April 1937 published at page 952 -953, Part I of the Calcutta Gazette, dt. 22nd April 1937. No. 2547 E.A. dt. 29th Feb. 1940 published at page 675, Part I of the Calcutta Gazette, dated the 7th March 1940 and N0.2988 dt. 20th Jan. 1942, Published at Page 252 Part I of Calcutta Gazette, dt. the 29th January 1942.

বিচারে হেডম্যান সর্বোচ্চ ২৫ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবেন এবং অন্যায়ভাবে সংগৃহীত বা চুরিকৃত মালামাল ফেরত প্রদানে বাধ্য করিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া এতদ্বিষয়ে জেলা প্রশাসকের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আটক রাখিবার কর্তৃত্ব দিতে পারিবেন।

এই বিধিতে ভিন্ন কিছু বর্নিত না থাকিলে সার্কেল চীফগণ, খাস মৌজার হেডম্যান হিসাবে তাঁহাদের নিকট মীমাংসার জন্য উপস্থাপিত বিরোধীয় সকল বিষয়ের উপর বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবেন। অনুরূপ উপজাতীয় বিরোধসমূহ, যাহা হেডম্যানদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রেরিত বা হেডম্যানগণ নিজেরাই দাখিল করিয়াছেন সেই বিরোধগুলিও সার্কেল চীফগণ একইভাবে মীমাংসা করিবেন।

সার্কেল চীফ ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবেন এবং অবৈধভাবে লব্ধ কোন কিছু ফেরত প্রদানে বাধ্য করিতে পারিবেন। ইহাছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর জেলা প্রশাসকের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আটক রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন। উপজাতীয় মামলার রায় সমূহের রিভিশন পর্যায়ের সাধারণ অধিক্ষেত্র হিসাবে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। সার্কেল চীফ অথবা হেডম্যান কর্তৃক প্রদত্ত কোন মামলার রায়ে আরোপিত শাস্তি তাঁহারা কার্যকর করিতে ব্যর্থ হইলে আরোপিত শাস্তি কার্যকর করিবার জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

সার্কেল চীফ অথবা হেডম্যানগণ কর্তৃক বিচার্য মোকাদ্দমায় কোন কোর্ট ফি প্রদান করিতে হইবে না। এইরূপ মামলায় আরোপিত জরিমানা সংক্ষুব্ধদের মাঝে (যদি থাকে) এবং সামাজিক প্রথা অনুসারে সমষ্টিগত ভাবে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্টন করয়া দিতে হইবে। সামাজিক রীতি সিদ্ধ হইলে সমষ্টিগতভাবে বাটোয়ারাকৃত অনুরূপ জরিমানার সমপরিমাণ অংশ সার্কেল চীফ এবং হেডম্যানও পাইবার অধিকারী। কিন্তু যে ভাবেই হউক না কেন, কোন নজরানা বা বিচার সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য প্রয়োজন এই অজুহাতে অন্য কোন কিছু আরোপ করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, সার্কেল প্রধান অথবা হেডম্যানগণ জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে বিচার সম্পর্কিত ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ফিস আদায় করিতে পারিবেন।

সময়ে সময়ে গভর্নর কর্তৃক এই বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে, সার্কেল চীফ অথবা হেডম্যানগণ আলোচ্য বিধি মোতাবেক তাঁহাদের নিকট বিচারের নিমিত্তে উপস্থাপিত উপ-জাতীয় মামলা ব্যতীত অন্য কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলার বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হইবেন না।

এই বিধি অনুযায়ী সার্কেল প্রধান এবং হেডম্যানগণের সকল রায়ের উপর সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের রিভিশনাল ক্ষমতা এবং সমন্বিত অধিক্ষেত্র থাকিবে।

নিম্নে নির্দিষ্টকৃত অপরাধসমূহ অত্র বিধি মতে সার্কেল চীফ ও হেডম্যানের বিচার ক্ষমতা বহির্ভূত। যথাঃ-

(১) রাষ্ট্রের অধীনে অপরাধ, ইন্ডিয়ান রাজ-শক্তির অধীনে কর্মরত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ অথবা গণ-নীতির বিরুদ্ধে অপরাধ।

(২) মারণাস্ত্রসহ সংঘটিত দাঙ্গা বা গুরুতর আঘাতের কারণ হইতে পারে এমন দাঙ্গা।

(৩) ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত নিম্নবর্ণিত অপরাধ। যথাঃ-

খুন, অপরাধমূলক নরহত্যা, ইচ্ছাকৃত ভাবে গুরতর আঘাত, অবৈধ অবরোধ, ধর্ষণ, অপহরণ, মনুষ্য হরণ এবং অস্বাভাবিক অপরাধ সমূহ।

(৪) বলপূর্বক গ্রহণ, দস্যুতা, ডাকাতি, অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ, অনধিকার গৃহ প্রবেশ, অপথে গৃহ প্রবেশ (যখন ৫০ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি জড়িত)।

(৫) জালিয়াতি।

(৬) চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশন ১৯০০ এর (IV) অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধ এবং

(৭) জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে সেই সকল, বা সেই সকল শ্রেনীর অন্যান্য অপরাধ ।

৪০.এ। চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশন, ১৯০০ এর (IV) নং অধ্যায়ের ১৩ ও ১৪ ধারায় নির্দিষ্টকৃত অপরাধ সমূহের ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তা বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারিবেন এবং উক্ত অপরাধ সমূহ ধর্তব্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।[৩৩]

---

[৩৩] Framed by Notification No. 5113 L.R. dt. the 6th May 1925 published at page 716, Part I of the Calcutta Gazett dt. the 14th May 1925 and as amended by Notification No.16049. E.A. dt. the 7th Dec. 1929 published at page 2132 Part I of the Calcutta Gazette dt. the 12 th December 1929.

৪১। জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ বিধিঃ জেলা প্রশাসক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ ও প্রনালীবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজন মর্মে অনুমিত আদেশ জারী ও উহা কার্যকর করিবার ক্ষমতা সংরক্ষন করেন। পর্যাপ্ত কারণ থাকিলে তিনি কোন এলাকায় জুম চাষ বন্ধ রাখিবার অথবা জুম চাষের জন্য অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ করিবার ঘোষনা দিতে পারিবেন।[৩৫]

৪১.এ। হেডম্যান তাঁহার মৌজার সম্পদ সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে যে কোন হেডম্যান---

(এ) কোন নিবাসীকে গৃহস্থলী কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে তাঁহার মৌজা হইতে বাঁশ, কাঠ এবং অন্যান্য বনজ দ্রব্য অন্য কোন মৌজায় এবং অনিবাসী কোন ব্যক্তিকে যেই কোন কাজে, অনুরূপ কিছু অপসারণ নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।

(বি) মৌজাস্থ কোন এলাকা বা এলাকাসমূহে বাঁশ, কাঠ বা অন্যান্য বনজ দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য ঐ এলাকা বা এলাকা সমূহকে জুম চাষের আওতা মুক্ত করা হইয়াছে মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতে পারিবেন।

(সি) হেডম্যান যদি মনে করেন যে, জুম কাটা হইলে তাঁহার মৌজাস্থ প্রজাদের পরবর্তী বৎসর সমূহে জুম চাষে সংকট সৃষ্টি করিতে পারে তাহা হইলে হেডম্যান নবাগতদের জুম কাটা হইতে বিরত রাখিতে পারিবেন।

(ডি) জুম চাষের জন্য ক্ষতিকর প্রতীয়মান হইলে হেডম্যান তাঁহার মৌজায় গবাদি পশু চড়ানো নিষিদ্ধ মর্মে ঘোষণা করিতে পারিবেন।[৩৫]

৪২। জুম ট্যাক্স[৩৬]ঃ (১) প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে প্রত্যেক জুম পরিবারকে হেডম্যানের নিকট জুম ট্যাক্স প্রদান করিতে হইবে। জুম চাষরত ও একই জুম ফসল ভোগী একান্নভূক্ত কোন পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়া জুম পরিবার গঠিত হইবে।

(২) সার্কেল চীফ সংশ্লিষ্ট সার্কেলের কোন্ শ্রেনীর লোকদের জুম ট্যাক্স প্রদান হইতে প্রথা সিদ্ধ রীতির প্রেক্ষিতে অব্যাহতি প্রদান করিবেন তাহা ঘোষনা করতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সাময়িক বা স্থায়ীভাবে জুম ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি-প্রাপ্ত জুম পরিবারের একটি তালিকা প্রতি বছর ১৫ই অক্টোবরের পূর্বে জেলা প্রশাসকের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(৩) এক মৌজায় বসবাস করেন কিন্তু অন্য মৌজায় জুমচাষ করেন, এইরূপ প্রত্যেক জুম পরিবারকে যেই মৌজায় জুম পরিবার জুম চাষ করেন, সেই মৌজার হেডম্যানকে জুম পরিবারের বসবাস এবং জুমচাষ একই সার্কেলের ক্ষেত্রে অর্ধেক হারে, এবং জুম পরিবারের বসবাস ও জুমচাষ ভিন্ন সার্কেলের ক্ষেত্রে, পূর্ণ হারে অতিরিক্ত জুমট্যাক্স প্রদান করিতে হইবে। এই ধরনের পরিবারকে **পারকুলিয়া** বলা হয়।

(৪) প্রত্যেক হেডম্যানকে প্রতিবছর নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সমন্বয়ে একটি জুম তৌজি প্রস্তুত করিতে হইবে। যথাঃ- পরিবার প্রধানের নাম ও সদস্য সংখ্যা, জুম কর পরিশোধ করেন কিনা বা পারকুলিয়া কিনা বা জুম কর হইতে অব্যহতিপ্রাপ্ত কিনা (কারণ সহ), পরিবার সদ্যাগত নাকি পুরাতন অর্থাৎ পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের পূর্বে না মধ্যে আসিয়াছেন।

(৫) জুম তৌজি ১লা জুনের পূর্বে সার্কেল প্রধানের কাছে এবং সার্কেল প্রধান কর্তৃক ১লা আগস্টের পূর্বে জেলা প্রশাসকের কাছে পেশ করিতে হইবে। প্রত্যেক হেডম্যান যাহাতে সঠিক-দলিল, জুম ট্যাক্সের হিসাব ও ট্যাক্স আদায়ের ছাপানো রশিদের মুড়ি সংরক্ষণ করেন সেই বিষয়ে সার্কেল চীফ দায়ী থাকিবেন।

(৬) পঞ্জিকা বছরের মধ্যে হেডম্যানের নিকট জুম কর পরিশোধ করিতে হইবে। প্রতি বৎসরের ১লা জানুয়ারীতে পরবর্তী বছরের বকেয়া টানা হইবে এবং অনুরূপ বকেয়ার জন্য বার্ষিক শতকরা ছয় টাকা পঁচিশ পয়সা হারে সুদ প্রদান করিতে হইবে। হেডম্যানের দাবীর অন্ততঃ অর্ধেক পূণ্যাহের দিন এবং অবশিষ্টাংশ ১৫ই জানুয়ারীর পূর্বে সার্কেল প্রধানের নিকট পরিশোধ করিতে হইবে। একই সময়ে বকেয়া তালিকা ও রশিদের চেক-মুড়ি দাখিল করিতে হইবে। সার্কেল প্রধান এই বিধান লংঘনকারী

---

[৩৫] As inserted by Notification No. 7848 E.A. dt. the 15th July 1939 published at page 1723, Part I of the Calcutta Gazette dated the 20th July 1939.

[৩৫] As inserted by Notification No. 7848 E.A. dated the 15th July 1939 published at page 1723 Part I of the Calcutta Gazette dt. the 20th July 1939.

[৩৬] As amended by Notification No. 26332 E.A. dt. the 12th December 1938 published at page 2721-2723, Part I of the Calcutta Gazette, dt the 15th Dec. 1938, No. 99 S., dated the 13th July 1941, published at page 1919, part I of the Calcutta Gazette, dt. the 7th August 1941 and No. 8234 E.A. dated the 26th July 1939, published at page 1828, Part I of the Calcutta Gazette, dt. the 3rd August 1939.

হেডম্যানদের তালিকা প্রতিবেদনসহ, জেলা প্রশাসকের কাছে পেশ করিবেন। জেলা প্রশাসক ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে যথযথ তদন্ত সম্পন্ন করিবার পর সরকারী দাবী হিসাবে উক্ত বকেয়া আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।[৩৭]

(৭) জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রত্যেক জুমিয়া হইতে জুম চাষের বকেয়া হিসাবে আদায়কৃত অর্থ হইতে আদায়ের জন্য ব্যয়িত অর্থ এবং হেডম্যানের হিস্যার এক চতুর্থাংশ প্রথমেই প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব খাতে জমা হইবে। অবশিষ্টাংশ সার্কেল প্রধানের কাছে প্রদান করিতে হইবে।[৩৮]

(৮) (i) বিশেষ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কারণ উল্লেখ পূর্বক সার্কেল প্রধানকে অবহিত করিয়া এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, কোন হেডম্যান বা জুমিয়া পরিবারবর্গ জুম কর সার্কেল প্রধানকে প্রদান না করিয়া সরাসরি তাঁহার কাছেই প্রদান করিবেন।

(ii) যখন কোন মৌজা হেডম্যান এইরূপ নির্দেশ প্রাপ্ত হন, তখন জেলা প্রশাসক আদায়কৃত অর্থ হইতে হেডম্যানের অংশ কর্তন করিয়া অবশিষ্টাংশ সার্কেল প্রধানকে পরিশোধ করিবেন। হেডম্যানের অংশ সন্তোষজনক ক্ষেত্র বিবেচনান্তে, প্রথমতঃ প্রাদেশিক সরকারের নিকট তাঁহার দায় থাকিলে উহা, দ্বিতীয়তঃ জুম ট্যাক্স আদায়ের কারণে সার্কেল প্রধানের নিকট কোন দায় থাকিলে উহা পরিশোধের পর,অবশিষ্টাংশ হেডম্যানকে প্রদান করিবেন।

(iii) যখন কোন জুমিয়া অনুরূপ নির্দেশিত হন, তখন জুম ট্যাক্স হেডম্যান আদায় করিয়াছে মর্মে ধরিয়া নিয়া হেডম্যানের প্রাপ্য এক চতুর্থাংশ, জুম ট্যাক্স আদায়ের খরচ হিসাবে প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব খাতে জমা করিতে হইবে এবং অবশিষ্টাংশ সার্কেল প্রধানকে পরিশোধ করিতে হইবে। জুম ট্যাক্স আদায়ের জন্য জেলা প্রশাসক আদায়কারী নিয়োগ করিতে পারিবেন। পরবর্তীতে তাঁহাদেরকে জেলা প্রশাসক তাঁহার বিবেচনায় যেইরূপ যুক্তিযুক্ত মনে হয় সেই পরিমাণ সম্মানী প্রদান করিতে পারিবেন।[৩৯]

(৯) সার্কেল প্রধান প্রতি বছর ৩১শে মার্চের মধ্যে সরকারী দাবী পরিশোধ করিবেন।

(১০) যদি কোন হেডম্যানের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন জুমিয়া পরিবার জুম কর প্রদান না করিয়া অন্যত্র গমন করিতে সিদ্ধান্ত নিয়াছেন, তাহা হইলে, তিনি সংশ্লিষ্ট জুমিয়া পরিবারের সম্পত্তি আটক করিতে পারিবেন এবং সার্কেল প্রধান ও জেলা প্রশাসককে এই বিষয়ে প্রতিবেদন দিবেন। যদি কোন হেডম্যান অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণে অবহেলা প্রদর্শন করেন তাহা হইলে, জুমিয়ার পরিবারের অনাদায়ী জুম করের জন্য তাঁহাকে দায়ী করা হইবে।

(১১) কোন হেডম্যান বা সার্কেল প্রধান কোন জুমিয়া পরিবার বা অন্য কোন প্রজা হইতে কোন আবওয়াব, নজরানা বা অন্য কোন মাশুল আদায় করিতে পারিবেন না, যদি না উহা রীতি সিদ্ধ, সম্মতিমূলক অথবা প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক বিশেষ কর্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃত না হয়।

(১২) জেলা প্রশাসক কারণ উল্লেখ পূর্বক সংশ্লিষ্ট সার্কেল প্রধান এবং হেডম্যানের সাথে আলোচনক্রমে-

(এ) বিশেষ ক্ষেত্রে জুম কর হ্রাস বা মওকুফ করিতে পারিবেন ;

(বি) শস্য হানির কারণে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জুম কর হ্রাস বা মওকুফ করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসককে হ্রাস বা মওকুফকৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক কমিশনারের মাধ্যমে তদকর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রাদেশিক সরকারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

আলোচ্য বিধির (এ) উপবিধিতে বর্ণিত মওকুফ বা হ্রাস সার্কেল প্রধান কর্তৃক, সরকারকে প্রদেয় সরকারী দাবীর বেলায় প্রযোজ্য হইবে না। উপবিধি(বি) এ বর্ণিত মওকুফ, মওকুফ কৃত এলাকার জন্য সরকারী দাবী হিসাবে সার্কেল প্রধান কর্তৃক সরকারকে প্রদেয় পরিমাণের উপরও প্রযোজ্য হইবে।

---

[৩৭] As amended by the Notification No.317 S., dt. the 10th Feb. 1942, publishe at page 392 of the Calcutta Gazette, dt. the 19th February 1942.

[৩৮] As inserted by Notification No. 278 S., dt. the 22nd Jan. 1944 published at page 96 Part I of the Calcutta Gazette, dt. the 27th Janurary 1944.

[৩৯] As inserted by Notification No. 157 S., dt. the 30th August 1943 published at page 1406- 1407 Part I of Calcutta Gazette dt. the 2nd September 1943.

৪২.এ।[৪০] বাধ্যতা মূলক শ্রম সম্পর্কীয় নীতি সমূহঃ

(১) বৃটিশ রাজতন্ত্রের অধীনে কর্মরত কোন ব্যক্তি, বাজারে বসবাসকারী কোন দোকানদার এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত সকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, যাহাদের স্পষ্ট অনুমিত বয়স ১৮ বছরের নীচে এবং ৪৫ বছরের উর্ধ্বে নয়, তাহাদেরকে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত আদেশ অনুসারে, মজুরী পরিশোধ করিতে হইবে। জেলা প্রশাসক অথবা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিক্ষেত্রভূক্ত সরকারী ঘোষিত কর্মকর্তা বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক কর্তৃত্ব প্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তা অধিযাচণের ভিত্তিতে, জেলা প্রশাসক কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে মজুরীর প্রদানের বিনিময়ে অনুরূপ নিবাসীকে কাজে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) যখন মজুরীর ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঐচ্ছিক শ্রমিক পাওয়া না যায় তাহা হইলে, উপ-বিধি (১) অনুসারে কেবলমাত্র নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী সাধনের জন্য শ্রমিক অধিযাচণ করা যাইতে পারে--

(এ) সরকারী মালামাল পরিবহনের জন্য ।

(বি) পার্বত্য চট্টগ্রামে সফরকালীন কোন সরকারী কর্মকর্তা, সার্কেল প্রধান বা হেডম্যানের ব্যাগেজ এবং ক্যাম্প সামগ্রী বহন করিবার জন্য।

(সি) সরকারী কর্মকর্তা বা সার্কেল প্রধানের কর্তব্যকালীন সফরের প্রাক্কালে আশ্রয়ের নিমিত্তে অস্থায়ী আবাস নির্মাণের জন্য।

(ডি) রাস্তা, পথ, বা ব্রীজ রক্ষণাবেক্ষণ বা বনের সীমানা পরিষ্কারসহ কোন সরকারী কাজের জন্য ; তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কাজের জন্য অধিযাচণকৃত শ্রমিকদেরকে তাহাদের স্বাভাবিক বাসস্থান হইতে দূরে যাইতে হইলে, জেলা প্রশাসকের আদেশ ব্যতিরেকে অনুরূপ অধিযাচণ করা যাইবে না।

(ই) উপরোক্ত উদ্দেশ্যে নৌকা চালক হিসাবে কাজ করিবার জন্য।

(৩) জেলা প্রশাসক কর্তৃত্ব প্রদান করিলে সার্কেল প্রধান বা হেডম্যান, প্রয়োজন বোধে প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁহার সার্কেল বা মৌজার একজন জুমিয়া বা লাঙ্গল চাষীকে চার দিনের বেশী নয় এবং দৈনিক আট ঘন্টার অনধিক, ব্যক্তিগত কাজ সম্পন্ন করিবার কাজে নিয়োজিত করিতে পারিবেন।

(৪) শ্রমিকের জন্য অধিযাচণ পত্র এমন প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করিতে হইবে যেন, উক্ত আদেশ জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

(৫) যেই মৌজার শ্রমিক প্রয়োজন সেই মৌজার হেডম্যানের কাছে অধিযাচণ পত্র পাঠাইতে হইবে। হেডম্যান এবং অধিযাচণ গ্রহনকারী ব্যক্তি শ্রমিকের শারীরিক যোগ্যতা এবং সংক্রামক ব্যাধি মুক্ততা ইত্যাদি বিষয়ে দায়ী থাকিবেন।

(৬) এইভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিয়োগকারী ব্যক্তি, শ্রমিক কর্তৃক সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সময় উল্লেখ পূর্বক একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(৭) সর্বোচ্চ এক মনের বেশী ওজনের পণ্য পরিবহনের জন্য আরোপ করা যাইবে না।

(৮) এভাবে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রচলিত মজুরীর চেয়ে কম নয় এমন হারে নগদ অথবা প্রচলিত রীতি সিদ্ধ হইলে, "বিনিময় মজুরী" প্রদান করিতে হইবে।

(৯) সাধারনতঃ পরিবহন কাজে এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যাইবে না, যাহাকে নিজ বাড়ী হইতে ৩৬ মাইলের অধিক দূরুত্ব অতিক্রম করিতে হয়।

(১০) কোন ব্যক্তিকে মাসিক সর্বোচ্চ ছয় দিনের এবং বার্ষিক ১২ দিনের অধিক সময়ের জন্য পরিবহন কাজে নিয়োগ করা যাইবে না।

(১১) একজন নৌকা চালকের দৈনিক কার্য পরিধি সাধারণ শ্রমিকের ন্যায় ৮ ঘন্টা হইবে।

(১২) একদিনের স্বাভাবিক ভ্রমন 'বোঝাসহ' ১২ মাইলের এবং 'বোঝা' ব্যতীত ২০ মাইলের অধিক হইবে না। যদি ইহার অতিরিক্ত দূরত্বের পথ ভ্রমন করিতে হয় তাহা হইলে, অতিরিক্ত কাজের জন্য তাঁহাকে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত মজুরী প্রদান করিতে হইবে। বাড়ী ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যয়িত দিনকেও মজুরী প্রদানের উদ্দেশ্যে কার্যরত দিন

---

[৪০] As amended by Notification No. 26332 E.A. dt. the 12th Dec. 1938 published at pages 2721- 2723 Part I of Calcutta Gazette dt. the 15-12-1938.

হিসাবে গণনা করিতে হইবে। সকলের পক্ষে কোন এক ব্যক্তিকে মজুরী না দিয়া প্রত্যেক শ্রমিককে পৃথকভাবে মজুরী প্রদান করিতে হইবে।

(১৩) কোন মৌজার নিরাপত্তার জন্য একটি মৌজা হইতে একবারে অনধিক শতকরা ২৫ভাগ সক্ষম পুরুষকে জেলা প্রশাসক কর্তৃক এতদ্দুশ্যে নির্দিষ্টকৃত কোন মৌজার নিরাপত্তার জন্য নেওয়া যাইতে পারে।

(১৪) কাজের জন্য অধিযাচিত কোন ব্যক্তি গেজেটেড কর্মকর্তা, সার্কেল চীফ বা হেডম্যানের কাছে কাজের শর্ত সম্পর্কিত বিষয়ে অভিযোগ করিতে পারিবেন। অনুরূপ অভিযোগ লিখিতভাবে জেলা প্রশাসকের নিকট অগ্রায়ন করিতে হইবে।

(১৫) এই বিধি মোতাবেক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি নিয়োগ থাকা অবস্থায় অনুরূপ কাজ সম্পাদনের সময় আঘাত বা অসুস্থতাজনিত কারণে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হইয়া পড়িলে, জেলা প্রশাসকের নিকট ক্ষতিপূরণের আবেদন করিতে পারিবেন। জেলা প্রশাসক অনুরূপ ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে, প্রাদেশিক সরকার বা সার্কেল প্রধান বা হেডম্যান যিনি, অনুরূপ ব্যক্তির নিয়োগকর্তা তাঁহাকে ন্যায্য পরিমাণ ক্ষতি পূরণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে পারিবেন। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় কোন্ প্রেক্ষিতে কি পরিমাণ অক্ষমতা বা অসুস্থতা ঘটিয়াছে এবং ইহাতে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের কোন অবহেলা ছিল কিনা, উহা বিবেচনায় আনিতে হইবে। যদি মৃত্যু ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে জেলা প্রশাসক অনুরূপ বিবেচনার পর যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ পরিমাণ অনুপাতে ক্ষতিপূরণ, মৃতের উপর নির্ভরশীলদের পরিশোধ করিতে হইবে।

(১৬) যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলা বশতঃ উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রদত্ত কোন আদেশ অমান্য বা প্রত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে তাঁহাকে ১০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দন্ডে দন্ডিত করা যাইবে।

(১৭) প্রত্যেক হেডম্যানকে "বাধ্যতামূলক শ্রম সম্পর্কিত নীতি" সমূহের একটি কপি রাখিতে হইবে। জেলা প্রশাসক এবং মহকুমা প্রশাসক এই বিধির যথাযথ কার্যকরীকরণের বিষয়ে দায়ী থাকিবেন।

৪৩। খাজনা আদায়ঃ

(১) বিদ্যমান সকল শ্রেনীর প্রজার নিকট হইতে হেডম্যান কর্তৃক খাজনা আদায় করা হইবে। ৩৪নং বিধির উপ-বিধি (১) এর বিধানমতে বিভিন্ন শ্রেনীর সরকারী ভূমির লীজ গ্রহীতার নিকট হইতেও হেডম্যান খাজনা আদায় করিবেন। একটি খানার অধীনে বসবাস করিয়া থাকেন এবং খাদ্য গ্রহন করিয়া থাকেন এমন সদস্যদের সমন্বয়ে প্রত্যেক জুম পরিবার গঠিত হইবে।

হেডম্যান আদায়কৃত খাজনা মহকুমা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসকের হিসাবে জমা প্রদান করিবেন। গ্রোভ-ল্যান্ড ব্যতীত অন্যান্য ভূমি হইতে আদায়কৃত খাজনার জন্য কি পরিমাণ হারে কমিশন প্রদান করা হইবে উহা, সময় সময় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে।

(২) সার্কেল চীফ এবং হেডম্যান গ্রোভ-ল্যান্ডের ক্ষেত্রে সম অনুপাতে খাজনা গ্রহন করিবেন। জুম চাষের বেলাতেও একই হার প্রযোজ্য হইবে।

(৩) জেলা প্রশাসক, কৃষি-ভূমি এবং গ্রোভ-ভূমির খাজনা মওকুফের আদেশ দিতে পারিবেন। তবে উভয় ক্ষেত্রে অনুরূপ আদেশ দেওয়ার সপক্ষে যুক্তিযুক্ত ও পর্যাপ্ত কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।[৪১]

৪৩.এ।[৪২]

৪৪। বাতিল[৪৩]

৪৫। ঘাস এবং গর্জন-খোলার খাজনাঃ মৌজা এলাকার মধ্যে নতুন ভাবে সৃষ্ট ঘাস-খোলা ব্যতীত অন্যান্য ঘাস-খোলা সমূহ জেলা প্রশাসক ইতিপূর্বে বর্ণিত উপায়ে বার্ষিক বা কোন ক্ষেত্রে ১০ বছরের অধিক নয় এমন মেয়াদে বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। বন্দোবস্ত দেওয়া হইলে বন্দোবস্তকৃত প্রত্যেক খোলার জন্য পৃথক ভাবে খোলা-খাজনা আদায় করা

---

[৪১] As amended by the Govt. of East Pakistan Revenue Department R.L. Section Notification No. 1L-15/69/216-R.L dt. 16th Sept. 1971.

[৪২] As amended by the Govt. of East Pakistan Revenue Department R.L. Section Notification No. 1L-15/69/216-R.L dt. 16th Sept. 1971.

[৪৩] As amended by the Govt. of East Pakistan Revenue Department R.L. Section Notification No. 1L-15/69/216-R.L dt. 16th Sept. 1971.

হইবে। আদায়কৃত এই খোলা-খাজনাকে সাধারণ খাজনা তালিকার সাথে যুক্ত করা যাইবে না এবং কৃষি বা অকৃষি জমির খাজনার হারে বর্ণিত করা হইবে না ।[৪৩]

৪৫,এ। যুক্তিসংগত মনে করিলে জেলা প্রশাসক কোন পাহাড়ীকে বিনা রয়্যালটিতে গৃহকাজের প্রয়োজনে ব্যবহারের নিমিত্তে শন ঘাস আহরণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন ।[৪৪]

৪৫.বি। গোচারণ ভূমির ট্যাক্স আদায়[৪৫] ঃ-

(১) এই বিধিতে ভিন্নরূপ কিছু বর্ণিত না থাকিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় পালিত, রক্ষিত বা চারণরত গবাদি পশু (গাভী ও ষাড়), মহিষ, ছাগল, গয়াল জন্য চারণ-কর আরোপযোগ্য হইবে।

(২) কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত হারে চারণ-কর ধার্য করা হইবে।

(৩) ভূমি চাষ করেন না এমন পাহাড়ীদেরকে, তাঁহাদের গবাদি পশু, মহিষ, ছাগল এবং গয়াল পালন, রক্ষণের জন্য চারণ-ট্যাক্স দিতে হইবে। তবে প্রত্যেক নিবাসী পরিবারকে ৪টি গরু, ২টি মাইয়ি বাছুর এবং ২টি ছাগল অথবা তৎপরিবর্তে ২টি গয়াল বা ২টি মহিষ ১টি মাইয়ি গয়াল বা ১টি মহিষের বাচ্চা এবং ২টি ছাগল চারণ-কর ব্যতিরেকে অর্জন বা রক্ষণের অনুমতি প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। যদি কোন পাহাড়ী, গরু, গয়াল এবং মহিষ একত্রে রাখিতে চান, তাহা হইলে প্রদেয় চারণ-কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে গণনার ক্ষেত্রে, ১টি গয়াল অথবা ১টি মহিষ, ২টি গরুর সমান বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং ১টি গয়াল বা ১টি মহিষ বাছুর, ২টি বাছুরের সমান বলিয় গণ্য করা হইবে।

(৪) একজন পাহাড়ী অথবা নিবাসী সমতল ভূমির লোক, যদি ০.৪ একরের কম নয় এরূপ পরিমাণ জমি চাষাবাদ করিয়া থাকেন তাহা হইলে উপবিধি (৩) এ নির্দিষ্টকৃত রেয়াত সুবিধা ছাড়াও নিম্নবর্ণিত গবাদিপশু বিনা ট্যাক্সে রাখিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হইবেনঃ-

যদি উক্ত ব্যক্তি ২ একরের কম জমি চাষ করেন, তবে ২টি গরু অথবা ১টি মহিষ;

যদি উক্ত ব্যক্তি ২ একর জমি চাষ করেন তবে প্রতি পূর্ণ একর জমি চাষাবাদের জন্য ২টি গরু অথবা ১টি মহিষ।

(৫) বাজার এলাকায় বসবাসকারী নিবাসী, যিনি কোন জমি চাষ করেন না, তিনি একটি গাভী ও একটি মাইয়ি-বাছুর বা মহিষের একটি বাচ্চাসহ একটি মাদী মহিষ কর প্রদান ব্যতিরেকে রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) গরু বা মহিষ কোন পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ী কর্তৃক প্রকৃত পক্ষে, চাষাবাদের জন্য ভাড়া করা হইলে উপবিধি (৫) এ বর্নিত অ-পাহাড়ীদের অনুরূপ কর রেয়াত প্রাপ্ত বলে গণ্য হইবে। তবে এই ধরনের ভাড়া, চাষাবাদের উদ্দেশ্যে না হইলে কর রেয়াত প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

(৭) যেই মৌজায় সমতল এলাকার কোন অধিবাসীর ভূমি আছে সেই মৌজায় তিনি, বিনা করে প্রতি পূর্ণ একর জমির জন্য (১ একরের কম নয়) চাষাবাদের উদ্দেশ্যে ১ জোড়া গরু বা একটি মহিষ আনয়ন বা রক্ষণের অনুমতি প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) প্রতি বছরের জন্য বা বছরের অংশ বিশেষের জন্য ১ লা এপ্রিল কর পুনঃনির্ধারণ শুরু করিতে হইবে।

(৯) বাজারের অধিবাসীদের চারণ-কর বাজার চৌধুরীর মাধ্যমে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে হেডম্যানের মাধ্যমে আদায় করা হইবে। আদায়ের সময় চারণ-কর প্রদানকারীদেরকে ছাপানো রসিদ প্রদান করিতে হইবে এবং আদায়ের পরিমাণ ক্যাশ বহিতে উত্তোলন করতে হইবে। আদায়কারীগণ (বৃটিশ রাজতন্ত্রের কর্মচারী ব্যতীত) কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত হারে আদায়কৃত চারণ-করের উপর কমিশন পাইবেন।

(১০) চারণ-ট্যাক্স পরিশোধ সাপেক্ষে বৃটিশ রাজ-শাসনের অধীনে ন্যস্ত একই মৌজায় অবস্থিত পতিত জমিতে গরু-ছাগল, মহিষ এবং গয়াল চরানোর অধিকার থাকিবে। যদি একাধিক মৌজায় চড়ানো হয় তবে, প্রত্যেক মৌজার জন্য নতুনভাবে চারণ-কর নির্ধারণ করিতে হইবে। চারণ-কর রেয়াত প্রাপ্ত গরু, মহিষ ও গয়াল শুধুমাত্র যেই মৌজায় চাষীর ভূমি

---

[৪৩] As amended by Notification No.2544 P. dated the 9th Dec. 1902, published at page 1703, Part I of the Calcutta Gazette dated the 10th December 1902.

[৪৪] As amended by Notification No. 7588 E.A. dt. the 29th June 1933, published at page at 980 Part I of the Calcutta Gazette dated 6th July 1933.

[৪৫] As substituted by Notification No. 400, dated the 28th Jan 1941, published at page 386, Part I of the C.G. dt. 6th Feb. 1941.

আছে, শুধুমাত্র সেই মৌজায় নয়; বরং যেই মৌজায় তিনি বাস করেন সেই মৌজাতেও চড়ানো যাইবে। যদিও অনুরূপ মৌজায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন বাড়ি না থাকে।

(১১) এই বিধিমালায় বর্ণিত কোন নীতিকে ক্ষুন্ন না করিয়া আলোচ্য নীতির উদ্দেশ্য সমূহ সাধনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, সময় সময় হেডম্যান বা বাজার চৌধুরীকে এই বিধিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ যেই কোন দিকনির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

পারিশ্রমিক নির্ধারন

৪৬। প্রত্যেক মৌজা-হেডম্যান সন্তোষজনক কার্য সম্পাদনের প্রেক্ষিতে কৃষি জমির বাৎসরিক দাবী হইতে আদায়কৃত খাজনার উপর প্রাপ্ত কমিশনসহ নিম্নবর্ণিত হারে বার্ষিক কমিশন প্রাপ্ত হইবেন। হেডম্যানকে তাঁহার পারিশ্রমিকের পরিবর্তে কোন ভূমি সেবা-বিনিময় হিসাবে ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেওয়া যাইবে না। হেডম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সেবা-বিনিময় হিসাবে যেই সকল ভূমি মঞ্জুর করা হইয়াছিল উহা পুনগ্রহণ করিয়া নেওয়া হইবে।[৪৬]

(এ) ভূমি-কর দাবী ৫০০ টাকা বা উহার নীচে হইলে--

৫০ টাকা হইতে ১০০ টাকা পর্যন্ত ভূমি-কর দাবীর জন্য শতকরা ১০ ভাগ হারে এবং ১০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার নীচে হইলে উহার জন্য আরো ১.৫ ভাগ হারে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক নির্ধারিত করা হইবে।

(বি) ভূমিকর দাবী ৫০০ টাকার অধিক হইলে--

ভূমিকর দাবী শতকরা ৩ ভাগ হারে নির্ধারিত হইবে কিন্তু ১৬ টাকার নিম্নে হইবে না।

৪৭। সার্কেল প্রধানের খাস মৌজাঃ- কমিশনারের মঞ্জুরী সাপেক্ষে সার্কেল প্রধান যেই মৌজার অধিবাসী সেই মৌজাকে খাস মৌজা হিসাবে অধিকারে রাখিতে পারিবেন। সেই ক্ষেত্রে, মৌজা প্রধান হিসাবে তিনি হেডম্যান ও মৌজা কর্মকর্তাদের দায়িত্বাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ সাপেক্ষে,সার্কেল চীফ হিসাবে প্রাপ্য পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত, হেডম্যানের জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিকও প্রাপ্য হইবেন।[৪৭]

৪৮। সার্কেল প্রধান পদে অভিষিক্ত-করণ,হেডম্যান পদে নিয়োগ ও বরখাস্তকরণঃ সার্কেল প্রধান পদে অভিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া বেঙ্গল সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। সার্কেল প্রধানের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা প্রশাসক হেডম্যানদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করিবেন। তবে উভয় ক্ষেত্রে সার্কেল প্রধানের সাথে জেলা প্রশাসকের পরামর্শকরণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু তাঁহাদের পরামর্শকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় রাখা উচিত মর্মে গণ্য করিতে হইবে। এই নিয়োগ বংশানুক্রমিক নয়; তবে উপযুক্ত পুত্র থাকিলে তাঁহাকে তাঁহার পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে নিয়োগ দেওয়া যাইতে পারে।

৪৯। অভিবাসন, অভিবাসন নীতি ভঙ্গকারী এবং ফেরারী ঃ-

এক সার্কেল হইতে অন্য সার্কেলে আগত চাষী-রায়ত দ্বারা অভিবাসন যদিও সম্পুর্নরূপে নিষিদ্ধ নয় ,তবুও ইহাকে নিরুৎসাহিত করা হইবে। চাষী-রায়ত তাঁহার সার্কেলস্থ সকল পাওনা সম্পুর্নভাবে পরিশোধ না করা পর্যন্ত অভিবাসী হইতে পারিবেন না। জেলা প্রশাসকের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত ঐ সকল ইচ্ছাকৃত খেলাপীকে আটক করিবার বা তাঁহাদের সম্পত্তি জব্দ করিবার ক্ষমতা সার্কেল প্রধান এবং হেডম্যানকে অর্পণ করা হইয়াছে।

পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত একজন ফেরারীকে তিনি যেই সার্কেল হইতে পলাইয়াছিলেন সেই সার্কেলে পুনরায় বসবাস করিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

৪৯এ। বাতিল।

---

[৪৬] As amended by Notification No.837 E.A. dated the 14th January 1938, published at page 121, Part I of the Calcutta Gazette of the 20th January 1938 and erratum No. 3775 E.A. dated the 19th February 1938 published at page 389, Part I of the Calcutta Gazette, dated the 24th February 1938.

[৪৭] As amended by Notification No. 1233 P-D dt. the 8th Oct. 1900, published at page 1152, Part I of the C.G. dt. the 17th Oct. 1900 No. 13066 P dt. the 3rd Dec.1920 published at page 2312 Part I of the C.G dt. 8th Dec 1920 & No.201 T-R dt. 16th May 1933, published at page Part I of C.G.dt. 25-5-1933.

৫০। বাস্তুভিটার জন্য পৌর এলাকা বহির্ভূত ভূমি অর্জন এবং সরকারী স্বার্থে ভূমি পুনঃগ্রহণঃ

(১) কোন পাহাড়ী ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের আনুষ্ঠানিক বন্দোবস্ত ব্যতিরেকে পৌর এলাকা বহির্ভূত সংশ্লিষ্ট মৌজায় বাস্তুভিটার জন্য হেডম্যানের অনুমতিক্রমে সর্বোচ্চ ০.৩০ একর খাস ভূমি দখল করতে পারিবেন। স্থানীয় পরিবারবর্গের বাস্তুভিটার জন্য বরাদ্দকৃত এইরূপ ভূমির হিসাব রাখিবার জন্য হেডম্যান একটি রেজিষ্টার চালু করিবেন।

(২) কোন পাহাড়ী বাস্তুভিটায় গৃহস্থলীয় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য নগর এলাকার বাহিরে ০.৩০ একরের বেশী ভূমি অর্জন করিবার ইচ্ছা পোষণ করিলে জেলা প্রশাসক বা সংশ্লিষ্ট মহকুমা প্রশাসকের নিকট হইতে বন্দোবস্ত পাইতে পারিবেন। বাস্তুভিটার উদ্দেশ্যে এইরূপ বন্দোবস্তকৃত ভূমি অকৃষি ভূমি হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং ৩৪(আই)(কে)(ibid) বিধি অনুযায়ী খাজনা নির্ধারণ করা হইবে।

(৩.এ) জেলা প্রশাসক সরকারী স্বার্থে, বন্দোবস্তকৃত যেই কোন ভূমি পুনঃগ্রহণ করিতে পারিবেন। এইরূপ পুনঃগ্রহণের ক্ষেত্রে লীজ গ্রহিতা বা প্রজাকে সংশ্লিষ্ট ভূমিতে তদকর্তৃক নির্মিত অবকাঠামো বা ভবন, কিংবা তদকর্তৃক রোপিত ও সৃজিত চারা, প্রাচীন বৃক্ষ এবং বিদ্যমান ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। লীজ গ্রহিতা বা প্রজা লীজ চুক্তির শর্তানুসারে বা আলোচ্য বিধি মোতাবেক কোন ভূমিতে স্থায়ী বা বংশগত অধিকার অর্জন করিলে শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে তাঁহাকে ভূমির জন্যও ক্ষতি পূরণ দেওয়া হইবে।

(বি) উপ-বিধি (১) মোতাবেক হেডম্যানের সম্মতিক্রমে কোন পাহাড়ী কর্তৃক বাস্তুভিটার জন্য অধিকারে রাখা ভূমি, যে ভূমির বন্দোবস্ত অনুমোদন হয়নি, সেই ভূমি পুনঃগ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে ভূমির দখলকারীকে শুধুমাত্র ভূমির উপর নির্মিত অবকাঠামো বা বাড়ী-ঘর এবং তদকর্তৃক সৃজিত চারার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে; কিন্তু ভূমির জন্য তিনি কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন না।

(৪) ভূমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারনের ক্ষেত্রে চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস(ভূমি অধিগ্রহন) রেগুলেশন,১৯৫৮ (পূর্ব পাকিস্তান রেগুলেনশন, ১৯৫৮ সালের ১ নং রেগুলেশন) এর ধারা ৪ এ বর্ণিত নীতিসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।[৪৮]

৫১।[™] অবাঞ্ছিত বিতাড়নঃ অত্র জেলার বাসিন্দা নন এমন কোন ব্যক্তির উপস্থিতি জেলার সুশাসন এবং শান্তির জন্য ক্ষতিকর মর্মে জেলা প্রশাসক সন্তুষ্ট হইলে, এতদ্বিষয়ে লিখিত কারণ উল্লেখ পূর্বক তিনি যদি, অত্র জেলার মধ্যে থাকেন তাহা হইলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা ত্যাগ করিবার জন্য এবং জেলার বাহিরে থাকিলে অত্র জেলায় তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

এই বিধির অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ অমান্য করিলে বা অবহেলা করিলে সেই ব্যক্তি দুই বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে বা জরিমানা দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।[৪৯]

৫১(১) জেলা প্রশাসক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, জেলার কল্যাণ সাধন বা সুশাসন বজায় অথবা শান্তি রক্ষার স্বার্থে কোন আদেশ জারী করা প্রয়োজন তাহা হইলে, তিনি কমিশনারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ বা সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্য বা কোন ব্যক্তিকে, বা কোন বিশেষ শ্রেনীর ব্যক্তিবর্গকে তাঁহাদের মালিকানাধীন কিংবা ব্যবস্থাপনাধীন নির্দিষ্ট কোন সম্পত্তি সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বিশেষ বা সাধারণ আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

(২) পুনারায় বর্ধিত করা না হইলে এইরূপ আদেশ তিন মাসের অধিক বলবৎ থাকিবে না।

(৩) জরুরী ক্ষেত্রে এইরূপ আদেশ জেলা প্রশাসক কর্তৃক জারী করা যাইবে, তবে শর্ত থাকে যে, আদেশ জারীর ১৫ দিনের মধ্যে কমিশনারের অনুমোদন নিতে হইবে।

৫২। বাতিল।[৫০]

---

[৪৮] As substituted wide Revenue Deptt. Notification No. IL-15/69/216- R.L. dt. 16th September 1971, published in Dacca Gazette dated the 21st October 1971.

[™] Rule 51 of the Chittagong Hill Tracts Regulation has been declared as ultra vires of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan by the High Court vide Memo. No.2307 dt. 21-6-65 of the Legal Remembrancer, East Pakistan addressed to Deputy Commissioner, CHTs.

[৪৯] As amended by Notification No. 708 T-R dt. 21st Sept. 1932 published at page 1727 Part I of the Calcutta Gazette dt. the 29th Sept..1932.

৫৩। কারাগারঃ বেঙ্গল জেল কোড এবং সাবসিডিয়ারী জেল কোড এর বিধিসমূহ যতটুক প্রয়োগযোগ্য ততটুক পার্বত্য এলাকায় প্রযোজ্য বলিয়া গণ্য হইবে। রাঙ্গামাটি সাবসিডিয়ারী জেলটি এই কোডগুলি মোতাবেক একটি সাব-জেল বলিয়া গণ্য হইবে। এই সাব জেল চট্টগ্রাম জেলা কারাগারের অধিভূক্ত হইবে এবং আলোচ্য কারাগার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজনারস, বেঙ্গল এর প্রাশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।[৩]

৫৩.এ। শুটি বসন্ত প্রতিরোধঃ যদি জেলা প্রশাসক মনে করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অরক্ষিত ব্যক্তির টিকা নেওয়া প্রয়োজন তাহা হইলে, তিনি আদেশের মাধ্যমে ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, অত্র জেলায় বসবাসরত এবং টিকা গ্রহনের যোগ্য সকল ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলক ভাবে টিকা নিতে হইবে। তিনি সময়ে সময়ে এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে জড়িতদের সাথে সমন্বয় পূর্বক দিক-নির্দেশনা দিতে পারিবেন; তবে উহা বেঙ্গল ভ্যাকসিনেশন আইন, ১৮৮০(১৮৮০ সালের ৫ নং আইন) এর সহিত সাঞ্জস্যবিহীন হইতে পারিবে না।

(২) উপবিধি (১) এর ঘোষণা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের টিকা গ্রহন বাধ্যতামুলক---

(এ) পার্বত্য চট্টগ্রামে জন্ম গ্রহনকৃত সকল শিশুর পিতা-মাতা এবং অভিভাবক, স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসরত ১৪ বছরের কম বয়সী সকল অরক্ষিত ব্যক্তি, জারীকৃত আদেশ ও আদেশে নির্ধারিত সময় অনুসারে অনুরূপ শিশু বা ব্যক্তির টিকা নেওয়ার জন্য দায়ী থাকিবে।

(বি) অন্যান্য সকল অরক্ষিত ব্যক্তি জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রদত্ত অনুরূপ দিকনির্দেশনার অনুবৃত্তিতে জারীকৃত আদেশ পালন করিবেন।

(৩) ইচ্ছকৃতভাবে কিংবা অবহেলা বশতঃ জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুরূপ জারীকৃত আদেশ আমান্য করিলে কিংবা প্রত্যাখান করিলে তাঁহাকে ২৫ পয়সা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে।

ব্যাখ্যাঃ- *(এ) অভিভাবক বলিতে, যেই ব্যক্তির উপর আইনগত বা প্রাকৃতিক অধিকার বা স্বীকৃত প্রথা দ্বারা কোন শিশুর জিম্মা বা লালন-পালন বা যত্নাদি ন্যস্ত হয় অথবা যে ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শিশুদের পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন আইনগত কর্তৃপক্ষ উক্ত শিশুর জিম্মা, লালন-পালন বা যত্নাদি গ্রহণ করিবার বা করানোর কর্তৃত্ব প্রদান করেন বা অনুরূপ করিতে সম্মত হন সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।*

(বি) অরক্ষিত ব্যক্তি বলিতে, যেই ব্যক্তি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া বসন্ত রোগ হইতে নিরাপদ হননি, কিংবা সঠিক ভাবে টিকা গ্রহন করেন নি এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক এতদ্বিষয়ে প্রচারিত নির্দেশ অনুসারে টিকা গ্রহণাযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যয়িত হননি সেই ব্যক্তিসহ পিতা-মাতা বা অভিভাবকবিহীন শিশুও অন্তর্ভূক্ত হইবে।[৪]

[৫]৫৪) (১) আফিম ভোক্তা নিবন্ধীকরণঃ জেলা প্রশাসক কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রত্যেকটি আফিমের দোকানের জন্য অভ্যাসগত আফিম ভোক্তাদের রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হইবে এবং উক্ত রেজিষ্টারে নিম্নলিখিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে-

১. অফিম ভোক্তার পূর্ন নাম, ধর্ম, জাতীয়তা এবং পেশা ; ২. বয়স ; ৩. পিতার নাম, মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামীর নাম;

৪. ভোক্তার স্থায়ী ঠিকানা ; ৫. ভোক্তার সনাক্তকরণ চিহ্ন, আঙ্গুলের ছাপ বা টিপ, অথবা ছবি ;

৬. ভোক্তা মাসিক যে পরিমাণ আফিম ক্রয় করিতে অনুমতি প্রাপ্ত উহার পরিমাণ ;

৭. ভোক্তা একই সময়ে তাঁহার অধিকারে যে পরিমাণ আফিম রাখিতে বা তৈরী করিতে পারিবেন উহার পরিমাণ।

---

[৩] Deleted in 1930 (vide District Gazetteer), Which was inserted by Notification No. 16910 E.A. dated the 2nd September 1937 published at page 2303 Part I of the Calcutta Gazette dt. 9th Sept. 1937.

[৪] As amended by notification No. 12838 E.A. dt. the 3rd Dec. 1934, published at page 1905, Part I of Calcutta Gazette dt. 6th Dec. 1934.

[৫] As inserted by Notification No. 1322 S. , dated the 28th May, published in the Calcutta Gazette of the 31st May 1945.

[৬] As inserted by Notification No. 2329E.A. dated the 22th December 1937, published at pages 14/15 of Part I of the Calcutta Gazette, dated the 6th January 1938 and amended by Notification No. 99 T., dated the 29th June 1940, published at page 1844 of Part I of the Calcutta Gazette, dated the 4th July 1940.

(২) প্রত্যেক দোকানের জন্য তৈরীকৃত রেজিষ্টার জেলা প্রশাসক কর্তৃক উহাতে লিপিবদ্ধ তথ্যাদির সত্যতা যাচাইয়ের পর স্বাক্ষরিত হইবে। এক কপি রেজিষ্টার বিক্রেতাকে দিতে হইবে এবং অন্য কপি জেলা প্রশাসকের অফিসে রক্ষিত থাকিবে। কোন ব্যতিক্রম না ঘটিলে জেলা প্রশাসকের বিশেষ আদেশ ব্যতিরেকে চূড়ান্তভাবে তৈরীকৃত রেজিষ্টারে ভোক্তাদের নামের তালিকায় নতুন কোন নাম যুক্ত করা যাইবে না। ঘোষিত কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত কর্তৃত্ব ছাড়া রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে কোন পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাইবে না।

(৩) জেলা প্রশাসক উপবিধি (১) অনুসারে সংরক্ষিত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ প্রত্যেক ভোক্তাকে তাঁহার নামের পাশে উল্লেখিত তথ্যাদির একটি ছাপানো কপি বিনামূল্যে সরবরাহ করিবেন।

(৪) এইরূপ নিবন্ধীকৃত কোন ভোক্তা যেই দোকানে তাঁহার নাম নিবন্ধিকৃত, সেই দোকান ছাড়া অন্য কোন দোকান হইতে আফিম ক্রয় করিতে পারিবেন না। বাংলা বর্ষের কোন মাসে যেই পরিমাণ আফিম ক্রয়ের জন্য রেজিষ্টার অনুযায়ী তিনি অনুমতি প্রাপ্ত, ইহার বেশী পরিমাণ আফিম তিনি ক্রয় করিতে পারিবেন না।

(৪.এ) উপবিধি(১) অনুসারে রক্ষিত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধকৃত প্রত্যেক ভোক্তা চট্টগ্রাম জেলায় অস্থায়ীভাবে যাতায়াত করিলে যাওয়া এবং ফিরিয়া আসার সময় বিক্রেতা কর্তৃক অনুমতি-পত্রে (পারিমিট) পৃষ্ঠাঙ্কিত করিতে হইবে। পৃষ্ঠাঙ্কনে ভোক্তার যাইবার সময় পর্যন্ত তাঁহার মাসিক সরবরাহের কত অংশ বিক্রেতা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন উহার বর্ণনা থাকিবে। চট্টগ্রাম জেলায় প্রচলিত বিধির আওতায় অনুরূপ কোন ভোক্তার নিকট যদি আফিম সরবরাহ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে, ফিরিবার সময় ভোক্তা চলতি মাসের জন্য বরাদ্দকৃত অংশের বাকী অবিশিষ্টাংশই মাত্র পাওয়ার অধিকারী হইবেন। উপবিধি (২) অনুসারে বিক্রেতা কর্তৃক রক্ষিত রেজিষ্টারে নিবন্ধীকৃত প্রত্যেক ভোক্তার যাওয়া ও ফিরিয়া আসা সম্পর্কিত অনুরূপ তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪.বি) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত কোন আফিমের দোকানে যাইবার যোগ্য নহেন এমন অভ্যাসগত আফিম ভোক্তাদের জন্যও উপবিধি(১) এ বর্ণিত বিবরণাদিসহ জেলা প্রশাসক একটি রেজিষ্টার চালু করিবেন। অনুরূপ প্রত্যেক ভোক্তাকে আলোচ্য অঞ্চলের বাহির হইতে আফিম ক্রয় করিবার জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিনামূল্যে পারমিট প্রদান করা হইবে। অনুরূপ কোন ভোক্তা এইরূপ কোন দোকান হইতে বাংলা বছরের কোন মাসের জন্য, মাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত পরিমাণের বেশী আফিম ক্রয় করিতে পারিবেন না। এই উপবিধি অনুসারে ইস্যুকৃত পারমিট সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে তাঁহার নামের বিপরীতে বর্ণিত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত থাকিবে।

(৫) কোন বিক্রেতা জেলা প্রশাসক কর্তৃক আফিম নিয়ন্ত্রণে রাখিবার লাইসেন্স নাই, এমন কোন ব্যক্তিকে বা তাঁহার দোকানে সংরক্ষিত ভোক্তার যথোচিত বিবরণ সঠিক ভাবে অর্ন্তভূক্ত করা না হইলে বা অনুরূপ লাইসেন্সে উল্লিখিত পরিমাণের অধিক কিংবা বাংলা বর্ষের যে কোন মাসে অনুরূপ রেজিষ্টারে প্রতিমাসের জন্য নির্ধারিত পরিমাণের অধিক আফিম বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

(৬) জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে বিশেষভাবে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কোন সরকারী কর্মকর্তা, হেডম্যান, কারবারী বা বাজার চৌধুরী--

(i) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধিমালা,১৯০০ এর ১৩ বিধি লংঘন পূর্বক কোন ব্যক্তি আফিম অধিকারে রাখিয়াছে বা আফিম প্রস্তুত করিয়াছে এবং কোন নিবন্ধীকৃত আফিম ভোক্তা নিবন্ধন রেজিষ্টারে তদকর্তৃক একই সময়ে যেই পরিমাণ আফিম অধিকারে রাখিবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত উহার বেশী পরিমাণ আফিম অধিকারে রাখিয়াছেন বা প্রস্তুত করিয়াছেন মর্মে জানিতে পারিলে, এইরূপ যেই কোন ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

(ii) অনুরূপ ভাবে বর্ণিত আফিম এবং প্রস্তুত-সামগ্রী জব্দ বা আটক করিতে পারিবেন।

(iii) যে কোন ব্যক্তিকে তল্লাশী বা আটক করিতে পারিবেন এবং নৌকা বা জাহাজ, ভেলা, যানবাহন, জন্তু, প্যাকেট, পাত্র বা আবৃত কোন কিছু যা অনুরূপ আফিম রাখিবার জন্য বা প্রস্তুতির সাথে সংশ্লিষ্ট মর্মে যুক্তিসংগত সন্দেহ পোষণ করিলে উহা আটক করিতে পারিবেন।

(৭) উপ-বিধি(৬) মোতাবেক আটককৃত ব্যক্তি বা সরঞ্জামাদি অবিলম্বে নিকটস্থ থানায় নিয়া যাইতে হইবে এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে উল্লিখিত ব্যক্তি বা সরঞ্জামাদি নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) যদি কোন ব্যক্তি এই বিধি লংঘন পূর্বক আফিম ক্রয় বা বিক্রয় করেন কিংবা উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত রেজিষ্টারে কোন ধরনের সংযোজন, পরিবর্তন বা অনুরূপ কোন কিছু ঘটান তবে, সেই ব্যক্তিকে অনধিক ছয়মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা যাইবে।